খণ্ড ৭, সংখ্যা ৫

সেপ্টেম্বর ১-১৫, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

দেশের বিরামহীন যাত্রার সগর্ব ঘোষণা

স্বাধীনতার শতবর্ষের কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাকার থেকে তাঁর ত্রয়োদশ ভাষণে বিকাশের সপ্ত ধারা - র কথা বললেন। সেমি-কন্ডাক্টর থেকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব, প্রতিটি পরিসরেই আত্মনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরলেন তিনি

Follow Us @NISPIBIndia

আসুন
আমরা বিকশিত ভারত গড়ে তুলি

লালকেল্লায় স্বাধীনতার দিবসের অবিস্মরণীয় উদযাপন! এই দিনটি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে কোনও চ্যালেঞ্জ জয় করতে, ঐক্যের বন্ধন মজবুত করতে এবং দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে তেরঙ্গা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আসুন, আমরা সবাই মিলে বিকশিত ভারত গড়ে তুলি

লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেখতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

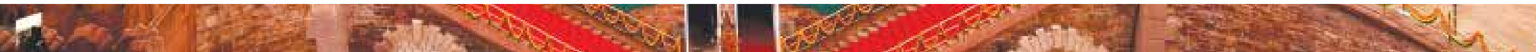

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ৫ | সেপ্টেম্বর ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্ত
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

80th স্বাধীনতা দিবস উদযাপন
প্রচ্ছদ নিবন্ধ

২০৪৭-এর প্রতিজ্ঞা, সপ্ত ধারা-র শক্তি

বিগত ১২ বছরে বিকাশের নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে 'দেশ সর্বাগ্রে' নীতিকে সামনে রেখে। ২০৪৭ নাগাদ ভারতকে উন্নত দেশ করে তোলার ভিত্তি এটাই। এই প্রেক্ষিতে এবছর ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে ভাষণে সপ্ত ধারা-র নতুন দিশা দেখালেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর ত্রয়োদশ ভাষণ দেশের ধারাবাহিক যাত্রার উদযাপনে নতুন এক অধ্যায় হয়ে রইল... |১০-২৯

বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস

ভারতের ঐক্য ও শান্তির লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

'বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস' পালিত হয় ১৪ আগস্ট দেশভাগের যন্ত্রণা এবং মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করতে... |৩০-৩১

ইউপিআই পরিষেবা নিঃশুল্কই থাকবে...

সাধারণ মানুষের জন্য এবং একজনের থেকে অন্যজনের কাছে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে ইউপিআই পরিষেবা সম্পূর্ণ নিঃশুল্কই থাকবে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন স্পষ্ট করে বলেছেন, মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল লেনদেনে, সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে নয় |৩৮

সংবাদ সংক্ষেপ |৪-৫

ব্যক্তিত্ব : আশা ভোঁসলে
কণ্ঠমাধুর্যে বশ করেছিলেন লক্ষ লক্ষ হৃদয় |৬

সহায়ক পরিমণ্ডলের সুবাদে শিল্পবিপ্লবের নতুন উড়ান
অন্ধ্রপ্রদেশে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। |৩২-৩৪

গুয়াহাটি তেজপুর মহাসড়ক এবং গোবরধনে অনুমোদন...
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত |৩৫

'যুবা'- প্রতিটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি
আইআইটি দিল্লির সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ |৩৬-৩৭

বিকশিত ভারতের প্রয়োজন নাগরিকদের মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্য
নেশামুক্ত যুবা ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানের সূচনা... |৩৯

ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রেরণার মন্ত্র
সিডব্লুজি পদকজয়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা |৪০-৪১

ভারতীয় গণতন্ত্র ও সমাজের ঐতিহ্য
প্রধানমন্ত্রী রামনাথ কোবিন্দের আত্মজীবনীর প্রকাশ |৪২

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক-সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণ

বিকশিত ভারত... বিকাশ এবং কল্যাণের প্রকৃত লক্ষ্য

৮০-তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক-সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নাগরিকদের সাংবিধানিক মূল্যবোধে অবিচল থেকে মৌলিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন... |৭-৯

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকীয়...

লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

অগ্রাধিকার সপ্তধারা এবং বিকশিত ভারতে; যুবাদের জন্য নিখরচায় কোচিং

বন্দে মাতরম!

লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ত্রয়োদশ ভাষণ একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম লালকেল্লায় গাওয়া হল 'বন্দে মাতরম'। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়ে দেন, ২০৪৭ নাগাদ ভারতের উন্নত দেশগুলির তালিকায় জায়গা পাওয়া নিশ্চিত। উৎপাদন, ডিজিটাল লেনদেন এবং আধুনিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে এই দেশ। প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেনের সূচনা এবং পরমাণু শক্তিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার উদ্যোগ দেশের প্রগতির প্রতিফলন।

ভাষণের বিশেষ গুরুত্বের জায়গায় ছিল 'সপ্ত ধারা'-র আহ্বান; যা হল জাতি গঠনের ৭টি স্তম্ভ। উৎপাদন, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, গতিশক্তি, প্রতিরক্ষা শক্তি, সবুজ ও সমুদ্র অর্থনীতি এবং ভারতের সফট পাওয়ার- এই নিয়ে গঠিত এই স্তম্ভগুলি। সব মিলিয়ে এই সাতটি বিষয় বিকশিত ভারত গঠনের উদ্যোগকে আরও জোরদার করবে।

দেশের বিকাশ যাত্রায় তরুণ প্রজন্মকে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী আগামী বছরে ১০ লক্ষ তরুণ তরুণীকে এআই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং-এর কথাও বলেছেন তিনি। ২০৩০-এ ভারতে বসবে কমনওয়েলথ গেমস-এর আসর। এই বিষয়টি ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত হয়ে ওঠার সাক্ষ্য দেয়।

মাদকমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে ১০০ দিনের বিশেষ অভিযান, নকশালবাদের মূলোচ্ছেদ, এবং বড়সড় অসামরিক ব্যবস্থাপনা- এইসব উদ্যোগ শৃঙ্খলা পরায়ণ ও নিরাপদ সমাজের ভিত গড়ে দেবে। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে যথাশীঘ্র রূপায়ণে সব রাজনৈতিক দলের সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই বিষয়টি মহিলাদের ক্ষমতায়নে সরকারের দায়বদ্ধতাকেই তুলে ধরে। জনগণনার সময় সঠিক তথ্য দেওয়া এবং 'পঞ্চ পণ'-এর বিষয়টিকে পুনর্ব্যক্ত করার মধ্যে নাগরিকদের প্রতি কর্তব্য পরায়ণ হয়ে ওঠার বার্তা রয়েছে। সব মিলিয়ে উন্নত দেশ গড়ার সমন্বিত উদ্যোগের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই বিষয়টিই আমাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

এছাড়াও, ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন আশা ভোঁসলের কথা- যিনি কণ্ঠ মাধুর্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন জিতে নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি এবং মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে পর্যালোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রচ্ছদে রয়েছে লালকেল্লার প্রাকার এবং সমবেত মানুষের মনভোলানো ছবি। চতুর্থ প্রচ্ছদে ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদাপ্রাপ্ত 'প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সারনাথ' নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আপনাদের মতামত পাঠাতে থাকুন।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়ুন/ডাউনলোড করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

মেল বক্স

একটি তথ্যসমৃদ্ধ, ভরসাযোগ্য এবং কার্যকর পত্রিকা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি তথ্যসমৃদ্ধ, ভরসাযোগ্য এবং কার্যকর। আমার ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এটি যথেষ্ঠ সহায়ক ছিল। বিশেষত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পেতে এই পত্রিকা সাহায্য করেছে। 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'এর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রিন্স কুমার সিং
ps0488034@gmail.com

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভরসাযোগ্য তথ্য সরবরাহকারী

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি খুব সহজ ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। ভারতের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া এই পত্রিকা থেকে। তথ্যবহুল এই পত্রিকা সহজপাঠ্য। 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' সিভিল সার্ভিসেস (ইউপিএসসি) সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূল পরীক্ষাগুলির ছাত্রছাত্রীদের কাছে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে। সার্বিকভাবে এই পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে যেমন সর্বশেষ তথ্য পৌঁছে দেয়, পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন সম্পর্কেও স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এছাড়াও উন্নত ভারত গড়ে তুলতে প্রত্যেক নাগরিক যাতে সামিল হন, এই পত্রিকা তার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

ashishprabhatmishra@gmail.com

ছবি এবং তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সহজবোধ্য সুন্দর একটি উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ

অগাস্ট ১-১৫ ২০২৬ পর্বের নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের প্রচ্ছদ কাহিনী সহ পুরো পত্রিকাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল। নিবন্ধগুলি অনুপ্রেরণাদায়ক এবং খুব সুন্দরভাবে বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করেছে। পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং সমাজ কল্যাণ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি 'বিকশিত ভারত'-এর ভাবনাকেও উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছবি এবং তথ্যের মাধ্যমে নানা খবর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে নিবন্ধগুলি খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

বেদাবল্লি শ্রীধর
vsdhar121@gmail.com

সরকারি নীতি, উদ্যোগ এবং বর্তমান সময়কালের নানা ঘটনা সম্বলিত একগুচ্ছ তথ্য

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাটি অত্যন্ত তথ্য নির্ভর। এখানে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, উদ্যোগ এবং বর্তমান সময়কালের নানা ঘটনা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

হর্ষদ মাকওয়ানা
harshmak161184@gmail.com

জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশে সহায়ক

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি নিয়মিত পড়ে থাকি। এই পত্রিকা তথ্যসমৃদ্ধ। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায় এখানে। আমার ব্যক্তিগত, জ্ঞানগত ও দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি অত্যন্ত সহায়ক। এখানকার লেখাগুলি পড়ে আমি আনন্দ পাই। এগুলির থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।

ভাস্কর সিং মাহার
bhaskarmahar65@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

খবর সংক্ষেপে

সরকারি অফিসে বার বার যাওয়া এবং দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা থেকে মুক্তি

উমঙ্গ অ্যাপে ২,৫৭৫টি পরিষেবা; ডিজি লকার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭২ কোটি

কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র উদ্যোগের আওতায় ডিজিটাল পরিষেবার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। জনসাধারণকে সরকারি অফিসে বার বার যাওয়া এবং দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এখন বাড়িতে বসেই সহজে নানা ধরনের ডিজিটাল পরিষেবা পাওয়া যাবে। আধার, উমঙ্গ, ডিজি লকার, কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) এবং ই-সঞ্জীবনীর মতো পরিষেবাগুলি জনসাধারণের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে।

বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক রাজ্যসভায় জানিয়েছে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০৯ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ১৪৪ কোটির বেশি আধার কার্ড তৈরি হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মে ৭১.৬৬ কোটি নিবন্ধীকৃত ব্যবহারকারী রয়েছেন। ২৮২টি জন নিবন্ধীকৃত ৯৩৬.০৩ কোটি নথি এখান থেকে ইস্যু করেছেন। ইউনিফায়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ফর নিউ-এজ গর্ভন্যান্স বা উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমে ২,৫৭৫ রকমের সরকারি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

অরুণাচল প্রদেশের গ্ল হ্রদ: ভারতের ১০১ তম রামসর সাইট

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সুস্থায়ী উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকারের কারণে অরুণাচল প্রদেশের গ্ল হ্রদ সে রাজ্যের প্রথম এবং ভারতের ১০১ তম রামসার সাইটের মর্যাদা পেয়েছে। ২০১৪ সালে দেশে মাত্র ২২৬টি রামসার সাইট ছিল। মাত্র ১২ বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০১-এ পৌঁছেছে।

কামলাং ব্যাঘ্র প্রকল্প ও অভয়ারণ্যে গ্ল লেক অবস্থিত। পূর্ব হিমালয়ের মিষ্টি জলের এই হ্রদ জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর। সারা বছর ধরে পাহাড়ী ঝর্ণাগুলির জলে পরিপুষ্ট হ্রদের চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল রয়েছে। এই জলাভূমিতে ১৫০ ধরনের বেশি গাছের নানা প্রজাতি রয়েছে। এছাড়াও ৪৯ রকমের অর্কিডের সন্ধান মেলে এখানে।

পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলী যোজনা

৫১ লক্ষেরও বেশি পরিবার উপকৃত; সৌরশক্তির সাহায্যে কৃষিকাজের জন্য ২৮.৪ লক্ষ পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে

কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলী যোজনার সূচনা হয়। ১০ অগাস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ৫১.২৭ লক্ষের বেশি পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন। এর আওতায় ৪১.৭৬ লক্ষ বাড়ির ছাদে সোলার প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। এই পরিবারগুলি ২৮,০০০ কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি পেয়েছে। প্রকল্পটির জন্য বাজের বরাদ্দ ৭৫,০০০ কোটি টাকা। এক কোটি বাড়ির ছাদে সোলার প্ল্যান্ট বসানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়াও 'পিএম-কুসুম' প্রকল্পেও সৌরশক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে সৌরশক্তির সাহায্যে কৃষিকাজে সেচের জন্য ২৮.৪ লক্ষ পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে।

সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান

সরকার ৩,৭০০র বেশি বিভ্রান্তিকর এবং ভুয়ো অ্যাপ ব্লক করে দিয়েছে

নাগরিকদের সুবিধার্থে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (আইফরসি) জাতীয় স্তরে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য একটি পোর্টালের সূচনা করেছে। এই পোর্টালটি হল cybercrime.gov.in। এছাড়াও ২০০০ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইন অনুসারে ৩,৭১৮টি ভুয়ো মোবাইল অ্যাপকে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঋণ প্রদানকারী ভুয়ো অ্যাপও রয়েছে। লোকসভায় প্রদত্ত তথ্য অনুসারে আর্থিক প্রতারণার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে এবং তহবিল তছরুপ প্রতিহত করতে ২০০১ সালে 'সিটিজেন ফিনান্সিয়াল সাইবার ফ্রড রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'-এর সূচনা করা হয়। এই ব্যবস্থাপনায় ৩০-জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে ৩২ লক্ষ ৮০,০০০ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দায়ের করা অভিযোগের তদন্ত করে ১১,১৫৮ কোটি টাকার সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। এই সময়কালে সরকার ১৫.৭৫ লক্ষ সিম কার্ড এবং ৫.৭৭ লক্ষ আইএমইআই সদস্য পদ ব্লক করে দিয়েছে।

জিআই- ট্যাগ যুক্ত মিথিলার

মাখানা ও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছল

বিহারের দারভাঙ্গা জেলায় কৃষকদের থেকে ১৮ মেট্রিক টন জিআই- ট্যাগ যুক্ত মিথিলার মাখানা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সংগ্রহ করা এই মাখানা সমুদ্র পথে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়। এপিইডিএ-এর সহায়তায় মাখানা রপ্তানির ফলে কৃষকরা বাজার দরের থেকে ১৮ শতাংশ বেশি মূল্যে মাখানা বিক্রি করতে পেরেছেন। দারভাঙ্গার মাখানা উৎপাদকদের থেকে সংগৃহীত এই মাখানা বিহারের জিআই-ট্যাগ যুক্ত উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দিয়েছে। এর ফলে কৃষকদের জন্য আরও ভালো সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভারতের মোট উৎপাদিত মাখানার ৮৫ শতাংশ আসে বিহার থেকে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য ২০২৫-এর জুলাই মাস থেকে মাখানার জন্য একটি পৃথক এইচএস কোডের ব্যবস্থা করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত ৭০০০ মেট্রিক টনের বেশি মাখানা রপ্তানি করেছে। উচ্চমূল্যের মাখানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সহ ২০টির বেশি স্থানে রপ্তানি করা হয়েছে।

চণ্ডীগড় এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে এখন থেকে ই-রুপি ভিত্তিক ডিবিটি শুরু হয়েছে

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড় এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে এখন থেকে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (পিএমজিকেএওয়াই)-র ভর্তুকি ই-রুপি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেওয়া হবে। ই-রুপি হল একটি ডিজিটাল ভাউচার যেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কী কারণে এটিকে কাজে লাগাবে তা আগেই নির্ধারণ করা থাকবে। পিএমজিকেএওয়াই-এর সুবিধাপ্রাপকরা তাঁদের ডিজিটাল রুপি ওয়ালেটে এই ভর্তুকি সরাসরি পাবেন। এরপর ভেন্ডারদের নির্ধারিত তালিকায় থাকা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে পারবেন সুবিধাপ্রাপকরা। এই ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেন কম হবে এবং ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যসত্ত্বভোগীদের কারণে কোনও অসংঙ্গতি থাকলে তা দূর হবে। পাশাপাশি সরকার রিয়েল টাইম ব্যবস্থাপনায় এই লেনদেনের ওপর নজরদারি চালাতে পারবে। এর আগে গুজরাট ও পুদুচেরিতে এটি কার্যকর হয়েছে।

মনোমুগ্ধকর কণ্ঠ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন যে নারী

আশা ভোঁসলে তাঁর সুরেলা কণ্ঠ ও অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। সঙ্গীতের যে কোনও ধারা রপ্ত করে নেওয়ার গুণাবলী মানুষের মন জয় করেছে। তিনি বিভিন্ন ভাষায় তার ছাপ রেখেছেন- এর মধ্যে রয়েছে বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, তামিল এবং গুজরাটি- এমনকি লোকসঙ্গীতেও ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। তাঁর অসামান্য কণ্ঠ ও সাঙ্গিতিক উত্তরাধিকার মানুষের হৃদয়ে সর্বদায় থাকবে এবং তাঁর শিল্পীসত্তা আগামী প্রজন্মকেও উদ্বুদ্ধ করবে।

জন্ম : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ । মৃত্যু : ১২ এপ্রিল, ২০২৬

মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার একটি মারাঠি পরিবারে ১৯৩৩ সালে ৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন আশা ভোঁসলে। তাঁর কণ্ঠস্বরে কেবলমাত্র সুর ছিল তা নয়, ছিল বিভিন্ন ধরনের অনুভূতির প্রকাশ। এই সুরেলা কণ্ঠের জাদুতে তিনি ভালোবাসার মিষ্টতা, বিচ্ছেদের দুঃখ, আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং দুঃখের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গান বিভিন্ন প্রজন্মকে কেবলমাত্র শুনতে নয়, অনুভব করতেও শিখিয়েছে। তাঁর বাবা দীনানাথ মঙ্গেশকর ছিলেন একজন সঙ্গীতশিল্পী, তাঁর দিদি ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ভারতরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত লতা মঙ্গেশকর। এই ধরনের একটি পরিবার থেকে এসেছে তিনি তাঁর জীবনের শুরুতেই সঙ্গীতের সঙ্গে একটি গভীর যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে মাত্র ১০ বছর বয়েসে তাঁর গান গাওয়া শুরু। ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গান গেয়েছেন। শিল্পী এবং ব্যক্তি উভয় জীবনই তিনি তাঁর নিজের শর্তে বেঁচেছেন।

পপ থেকে গজল, ডিস্কো থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কোনও ধারায় আশা ভোঁসলের অধরা ছিলনা। ৮ দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর পেশাদার জীবনে তিনি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার গানে তাঁর সুরেলা কন্ঠদান করেছেন। তিনি ১২০০০-এর বেশি গান গেয়েছেন বলে কথিত রয়েছে। সঙ্গীত জগতের প্রতি তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পদ্মবিভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মানজনক পুরস্কার পেয়েছেন। দীর্ঘসময় ধরে তিনি ভারতের শিল্প জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কণ্ঠের মাধুর্য ও কোমলতা তাঁর চরিত্রেও প্রকাশ পেত। বিভিন্ন ভাষায় গান গাইবার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত এবং সিনেমাকে বিশ্বমঞ্চে এক সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দেন।

২০২৬ সালের ১২ এপ্রিল ৯২ বছর বয়েসে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণে শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'ভারতের অন্যতম বহুমুখী ও বিশেষ কণ্ঠস্বরের অধিকারিনী আশা ভোঁসলে-র প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর কয়েক দশকে অসামান্য সঙ্গীত যাত্রা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অগুনতি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ সর্বদায় মানুষের মনে থাকবে। আমি সর্বদা তাঁর সঙ্গে আমার আলাপচারিতার স্মৃতি স্মরণ করবো। তাঁর পরিবার, পরিজন, অনুগামী ও সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য রইল আমার গভীর সমবেদনা। তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবেন।'

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণ

বিকশিত ভারত...

প্রকৃত লক্ষ্য হলো উন্নয়ন ও কল্যাণ

৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশ গঠনে প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যুবসমাজ, মহিলা, কৃষক, বিজ্ঞানী, শ্রমিক, ক্রীড়াবিদ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের অবদান স্বীকার করে তিনি দেশবাসীকে সংবিধানের মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে এবং নিজেদের মৌলিক কর্তব্য পালনের আহ্বান জানান।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ

সকল দেশবাসীকে স্বাধীন ভারতের ভাগ্যের স্থপতি হতে হবে। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছে 'আমরা, ভারতের জনগণ'-এর পক্ষে নিজেদের স্বপ্ন পূরণের জন্য সুযোগকে কাজে লাগানো এবং ভারতকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার চেতনায় কাজ করার মধ্যে।

উন্নত ভারত নির্মাণ

আমরা আমাদের স্বাধীনতার শতবর্ষ, ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। অন্ত্যোদয়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নয়নের সুফল প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শকে ধারণ করে আমরা আধুনিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছি। বৈদিক উক্তি 'বয়ং রাষ্ট্র জাগৃহ্যম' আমাদের সর্বদা সজাগ ও জাতির প্রতি নিবেদিত থাকতে অনুপ্রাণিত করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ থাকলেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন : ভারতের স্বাধীনতা। 'স্বদেশী আন্দোলন' -এর সময়ে 'বন্দে মাতরম' সাধারণ মানুষের মহামন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অগণিত নাগরিক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর সমাজ সংস্কার ও দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। আমি মা ভারতীর সেই সকল মহান সন্তানদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যাঁদের আদর্শ আমাদের দেশকে স্বাধীনতা ও অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেছে।

দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস

আমরা ১৪ই আগস্টকে 'দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস' হিসেবে পালন করি। আমরা দেশের সেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্মরণ করি, যারা দেশভাগজনিত হিংসায় প্রাণ হারিয়েছিলেন

অথবা দেশভাগের কারণে বাস্তুচ্যুতির মর্মান্তিক পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক হিংসায় লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হতে এবং দেশভাগের ভয়াবহতা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও, তাঁরা নিজেদের পরিচয় হারাননি।

একটি প্রেরণামূলক সাফল্য

'ভারতের জনগণ' -এর তৈরি আমাদের সংবিধান নাগরিক অংশগ্রহণের উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের জননী ভারতের জনগণের মধ্যে গণ-অংশগ্রহণের চেতনা সর্বদাই ছিল। আমাদের দেশবাসী নবশক্তিতে এই চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গণ-অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জাতীয় প্রচারাভিযানগুলি এগিয়ে চলেছে।

মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা

আমাদের মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করছে। একই সঙ্গে, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে 'ড্রোন দিদিদের' অবদান থেকে শুরু করে বায়ুসেনায় ফাইটার কমব্যাট লিডার পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মোট ১৩টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ৮টিই জিতেছে আমাদের মেয়েরা। মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়ছে।

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম

মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ আমাদের সাধারণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০২৩ সালে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাস করা হয়েছিল।

যুবসমাজ: সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ

দেশের মোট জনসংখ্যার পঁয়ষট্টি শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। এই যুবসমাজই আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আমাদের দেশের যুবকেরা প্রতিভাবান, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দক্ষ। তৃণমূল স্তরে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় তরুণদের উদ্ভাবিত অভিনব ও বাস্তবসম্মত সমাধানগুলি দেখে আমি সমাজ ও দেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার একটি আভাস পাই।

যুবকদের জন্য বহুবিধ নতুন সুযোগ

সরকারি উদ্যোগ এবং নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যুবসমাজের জন্য বহুবিধ নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। এই সুযোগগুলি সম্পর্কে জানলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম সাফল্যের নতুন পথ তৈরি করতে পারে। আমাদের যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাই জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে তোলে। তারা যাতে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করা পরিবার ও সমাজেরও দায়িত্ব।

শিক্ষার্থীরা: ভারতের ভবিষ্যতের স্থপতি

আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই ভারতের ভবিষ্যতের স্থপতি।

জাতীয় নিরাপত্তার জন্য যেমন সরকার ও সমাজের ঐক্যবদ্ধ থাকা অপরিহার্য, তেমনই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা সমানভাবে প্রয়োজন। পাবলিক পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে; তাই, সরকার এই পরীক্ষাগুলোর সংস্কারের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই সংস্কারগুলোর উদ্দেশ্য হলো পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায়ের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা এবং তরুণদের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ব্যবস্থা

প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাপন উন্নত করতে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রায় ৬ কোটি প্রবীণ নাগরিকের জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নকশাল-প্রভাবিত এলাকায় উৎসাহের পরিবেশ

ভারতকে নকশালবাদমুক্ত করা একটি বিরাট সাফল্য। একসময়ের নকশালবাদ-কবলিত এলাকাগুলিতে এখন এক উদ্দীপনার আবহ বিরাজ করছে এবং উন্নয়নের এক সর্বব্যাপী ঢেউ বয়ে চলেছে। ক্রীড়াবিদরা বস্তার অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছেন, শিল্পীরা বস্তার পাণ্ডুমে উপস্থাপনা করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানগুলিতে বিপুল সংখ্যক দর্শকের সমাগম ঘটেছে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল: আধুনিক ভারতের একতার স্থপতি

যখন আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তখন

৫৫০টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা এবং এর পাশাপাশি দেশভাগের ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা এক অসাধারণ চ্যালেঞ্জ ছিল। সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যের প্রথা বিলুপ্ত করে সেগুলোকে আমাদের স্বাধীন গণতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এক কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে, আমি আধুনিক ভারতের ঐক্যের স্থপতি, 'লৌহমানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

শিক্ষায় নতুন মানদণ্ড

আমাদের সহ নাগরিকরা মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছেন। মহাত্মা ফুলে এবং ক্রান্তি-জ্যোতি সাবিত্রীবাঈ ফুলে সামাজিক ন্যায়বিচার, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমতার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের নতুন মানদণ্ড স্থাপিত হয়েছে।

আমাদের বিদেশ নীতির স্তম্ভ হিসেবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর আদর্শ

আমাদের বিদেশনীতি জাতীয় স্বার্থে প্রোথিত। শান্তি, সহযোগিতা, সংলাপ এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম' (সারা বিশ্ব এক পরিবার) - এর আদর্শ আমাদের বিদেশনীতির স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর করার লক্ষ্যে আমরা বহু দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছি।

আমাদের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রতীকসমূহ

গত বছর, জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য নির্মিত মারাঠা সামরিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত বারোটি দুর্গ ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই বছর, ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের স্থান সারনাথ, ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারত কেবল ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক স্মারকেরই স্থান নয়, আত্মসম্মান ও গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষায় যুদ্ধ ঘোষণার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রতীকেরও আবাসস্থল।

পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী অবদানের নেতৃত্ব

আধুনিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার পাশাপাশি ভারত পরিবেশ সংরক্ষণেও বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমাদের দেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০৩০ সালের জন্য নির্ধারিত কিছু সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উন্নয়ন অভূতপূর্ব গতি লাভ করেছে।

নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

আমাদের দেশে সড়ক, জলপথ, রেলপথ ও আকাশপথে আধুনিক পরিকাঠামোর অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। এটি নতুন উদ্যোগের সুযোগ সৃষ্টি করছে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াচ্ছে।

২০৪৭-এর সংকল্প

সপ্ত ধারার শক্তি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন শুধু গত ১২ বছরে ভারতের উন্নয়ন যাত্রা নিয়ে এক স্বাভাবিক সন্তুষ্টির অনুভূতিই ছিল না, বরং এক মহান, আধুনিক ভারত গড়ার দৃঢ় সংকল্পও ছিল। যখন একটি দেশের নেতৃত্ব জনগণের প্রতি সংবেদনশীল হয়, তখন তার উন্নয়ন নিছক পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দেশকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সম্মিলিত ইচ্ছা — পরিপূর্ণতার অনুভূতির সাথে মিলিত হয়ে — নাগরিকদের মধ্যে উদ্ভাবন ও নবজাগরণের চেতনা জাগিয়ে তোলে। 'দেশ সর্বাগ্রে' মন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত গত ১২ বছরে ভারত উন্নয়নের যে নতুন অধ্যায় তৈরি করেছে, তা ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে, এই ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী মোদী উন্নয়নের এক নতুন সপ্তধারার আহ্বান জানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁর ১৩তম ভাষণটি ভবিষ্যতে দেশের বিরামহীন যাত্রার জন্য এক জোরালো আহ্বান হয়ে উঠেছে।

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলম্,
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।।

শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিতযামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত
দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

এই স্বাধীনতা দিবসে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন উদযাপনের জন্য লালকেল্লায় এসে পৌঁছলেন, তখন 'বন্দে মাতরম'-এর চেতনা এবং সম্মিলিত সংকল্পে ভরা পরিবেশ এক নতুন শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রথমবারের মতো ধ্বনিত হওয়া এই জাতীয় সঙ্গীতটি কেবল আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর উপলক্ষই ছিল না, বরং ১৪০ কোটি নাগরিককে অনুপ্রাণিত করার একটি মুহূর্তও হয়ে উঠেছিল, অনেকটা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে চেতনা দেখা গিয়েছিল তার মতোই। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুতে, 'বন্দে মাতরম' সেই সঙ্গীত হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল, যা ভারতীয় পরিচয় ও জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করেছিল। আজ একবিংশ শতাব্দীর ভারত তার মহান সংকল্প পূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে, যেখানে যুবশক্তি নির্ণায়ক নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই কারণেই এ বছর লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল ভাবনা ছিল 'বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর' এবং 'বিকশিত ভারত @২০৪৭'-এর যাত্রায় 'যুব শক্তি'। যখন কোনও অনুষ্ঠান যুব সমাজকে উৎসর্গ করা হয়, তখন তা বোঝায় যে, 'নতুন ভারত' অগ্রগতির এক নতুন গাঁথা রচনা করতে প্রস্তুত। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাকার থেকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন: ভারতের যুব সমাজ 'উন্নত ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত।

উন্নত ভারতের চালিকাশক্তি হিসেবে যুব সমাজের উত্থান

আজ ভারতের যুব সমাজের আকাঙ্ক্ষা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে কমবয়সীদের দেশ হিসেবে ভারত উন্নয়নের এক চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। ভারতীয় যুবকরা এখন আর শুধু চাকরিপ্রার্থী নন, তাঁরা চাকরি সৃষ্টিকারী হয়ে উঠছেন। ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। প্রকৃত অর্থে, যুব সমাজ 'উন্নত ভারত'-এর চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে যুবকদের জন্য অসংখ্য সুযোগ তৈরি করেছে। এই পর্বে রোজগার মেলার মাধ্যমে ১.২ মিলিয়নেরও বেশি (১২ লক্ষ) নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুশাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সুশাসনের অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কেবল যুব সমাজের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই নয়, তাদের সম্মান জানানোর জন্যও একটি বিশেষ উপলক্ষ হিসেবে কাজ করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে কমবয়সীদের দেশ ভারত যখন বড় স্বপ্ন দেখছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার গত ১২ বছরে অসংখ্য উদ্যোগের মাধ্যমে এই স্বপ্নগুলিকে ডানা মেলতে সাহায্য করেছে। এই উদযাপনে প্রথমবারের মতো লালকেল্লায় তরুণদের বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং গণিত অলিম্পিয়াড (২০২৬)-এ পদক জয়ী ১৯ জন ছাত্রের কৃতিত্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুব শক্তির সাফল্যের প্রমাণ। এই ছাত্রদের লালকেল্লার প্রাকারে বিশেষ সম্মানের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। যুব সমাজের প্রতি দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এই বিশেষ সম্মান প্রদর্শন ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার অনন্য উদ্যোগের উদাহরণ। এই অনুষ্ঠানে তরুণ উদ্ভাবক, প্রধানমন্ত্রীর ইন্টার্নশিপ স্কিমের অসামান্য প্রশিক্ষণার্থী, অনুকরণীয় স্টার্টআপ, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষিত উচ্চ-কৃতিত্ব সম্পন্ন যুবক,

'মাই ভারত' এবং NAMASTE, PM-AJAY এবং SEED-এর মতো বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকরাও ছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, কীভাবে 'নতুন ভারত' তার যুব সমাজ এবং সমাজের অন্যান্য অংশের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে।

বন্দে মাতরম... গৌরবময় ঐতিহ্য থেকে বিকশিত ভারতের যাত্রা

লালকেল্লা শুধু 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়ারই সাক্ষী থাকেনি; পরিবেশটি ছিল সত্যিই দর্শনীয়, ফুলের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে 'জ্ঞানপথ'-এ স্বেচ্ছাসেবকদের তৈরি 'বন্দে মাতরম'-এর চিত্ররূপ পর্যন্ত - প্রাকারের সামনে - সবকিছুই ছিল। ভারতীয় বায়ুসেনার একটি Mi-17 হেলিকপ্টার 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ ব্যানার নিয়ে উপর দিয়ে উড়ে যায় এবং লালকেল্লায় সমবেত জনতার উপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করে। এটি কেবল গানটির ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপনই ছিল না; এটি 'নতুন ভারত'-এর জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করেছে। 'বন্দে মাতরম' যেমন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, তেমনি এটি এখন একটি উন্নত ভারত গড়ার সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাকে অনুপ্রাণিত করবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে উদ্ভূত বন্দে মাতরম তার সাহিত্যিক উৎপত্তিকে অতিক্রম করে ঔপনিবেশিক বিরোধী প্রতিরোধ এবং সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার এক শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি কেবল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতাই পুনরায় নিশ্চিত করে না, বরং আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদ, ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক আত্ম-সচেতনতা গড়ার ক্ষেত্রেও গানটির ভূমিকাকে তুলে ধরে।

এই কারণেই, এই ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বেশ কয়েকটি সাহসী ঘোষণা করেছেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে, দেশ কেবল ভবিষ্যতে পা রাখার জন্যই প্রস্তুত নয়, বরং একটি বিশাল লাফ দিতে প্রস্তুত। লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর টানা ১৩তম ভাষণও জাতির আস্থার প্রমাণ - এমন এক আস্থা, যার মূলে এই সত্য রয়েছে যে, সেই প্রাকার থেকে করা প্রতিটি ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে।

সামগ্রিক উন্নয়ন এবং স্থায়ী সমাধান

১২ বছরের এই অগ্রগতির যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যে সমস্যাগুলিকে একসময় জটিল বলে মনে করা হত এবং কয়েক দশক ধরে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি এখন স্থায়ী সমাধান পেয়েছে। দৃঢ় সংকল্প এবং ইচ্ছাশক্তি প্রধানমন্ত্রী মোদীর বৈশিষ্ট্য, যা কেন্দ্রীয় সরকারের পথ প্রদর্শক মূল মন্ত্রের মাধ্যমে সমর্থিত: "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস"। তা জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ হোক, গৃহস্থালীর শৌচাগারের ব্যবস্থা, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সুবিধা, 'নল সে জল' প্রকল্প, সমাজকর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা জাল, বা ৬০ কোটিরও বেশি মানুষকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানকারী আয়ুষ্মান ভারত হোক - ভারত ক্রমাগত সাফল্যের নতুন অধ্যায় রচনা করে চলেছে।

দেশ মহাসড়ক, রেলপথ, বিমানবন্দর এবং জলপথের এক অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষ করেছে। রেল ভ্রমণকে দেশীয় প্রযুক্তি, গতি এবং আরামের এক অনন্য মিশেলে রূপান্তরিত করেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। পিএম গতি শক্তি মাল্টি-মডেল সংযোগের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' প্রযুক্তি-চালিত রূপান্তরের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে, যেখানে ইন্টারনেট সুবিধা সবচেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামেও পৌঁছে যাচ্ছে। ইউপিআই ডিজিটাল পেমেন্টে ভারতকে বিশ্বনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'সপ্ত-ধারা'র মাধ্যমে উন্নত ভারতের জন্য নতুন শক্তি

গত ১২ বছরে, ভারত সংস্কারের ক্ষেত্রে নতুন গতি লাভ করেছে। তবে 'উন্নত ভারত' (বিকশিত ভারত)-এর সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে ক্রমাগত নতুন সংস্কারের মাধ্যমে এই প্রয়াসগুলিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তা সরকার হোক বা সমাজ, শিল্প বা উৎপাদক, কৃষক বা সাধারণ নাগরিক - সবাইকে তাদের প্রথাগত ব্যবস্থা এবং মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। এই মন্ত্র নিয়েই, প্রধানমন্ত্রী মোদী লালকেল্লার প্রাকার থেকে 'সপ্ত-ধারা'র আহ্বান জানিয়েছেন।

শক্তির প্রথম ধারা হল - উৎপাদন শক্তি।

শক্তির দ্বিতীয় ধারা হল - কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদন।

শক্তির তৃতীয় ধারা হল - প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন।

শক্তির চতুর্থ ধারা হল - গতি শক্তি (সংযোগ এবং পরিকাঠামো)।

শক্তির পঞ্চম ধারা হল - প্রতিরক্ষা শক্তি।

শক্তির ষষ্ঠ ধারা হল - সবুজ অর্থনীতি এবং নীল অর্থনীতি।

শক্তির সপ্তম ধারা হল - ভারতের সফট পাওয়ার।

এই 'সপ্ত ধারা'র মাধ্যমে, ভারত আগামী ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে সেই কাজগুলি সম্পন্ন করার সংকল্প নিয়েছে, যা গত ৫ থেকে ৭ দশকে সম্পন্ন হয়নি। ৮০তম স্বাধীনতা দিবস এবং লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর টানা ১৩তম ভাষণ গত ১২ বছরে উন্নত ভারতের লক্ষ্যে যে অগ্রগতি হয়েছে, তার সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে; বর্তমান এই রূপান্তরের সাক্ষী হয়ে, এক সোনালী ইতিহাস রচনা করবে।

আসুন প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণের সারমর্ম ১৩টি অধ্যায়ে অন্বেষণ করি — এমন একটি ভাষণ, যা উন্নত ভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে জাতিকে নতুন দিকনির্দেশ দিয়েছে...

কৃষকরা - যাঁরা খাদ্যের যোগানদাতা - 'বিকশিত ভারত'-এর ভিত্তি হিসেবে উঠে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চায়ী যোজনা এবং ফসলের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির মতো কয়েক ডজন প্রকল্প কৃষক কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

একটি উন্নত ভারত গঠনে 'নারী শক্তি'র অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; ফলস্বরূপ, 'নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন' একটি নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' অভিযান, ২৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানে সমান সুযোগের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে, নারীরা দেশ গঠনে সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠছেন। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এবং তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার, এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবায়িত করার কথা লালকেল্লার প্রাকার থেকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর
৮০তম স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার লালকেল্লা থেকে বন্দে মাতরম ধ্বনিত হল। প্রধানমন্ত্রী মোদী এটিকে বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরের ঐতিহাসিক উপলক্ষের সঙ্গে যুক্ত করেছেন...

- আজ আমরা ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। আজ প্রতিটি হৃদস্পন্দন বন্দে মাতরমের মন্ত্রে অনুরণিত হচ্ছে।
- আজ "হর ঘর তিরঙ্গা হ্যায়, হর মন তিরঙ্গা হ্যায়" এবং দেশ নতুন সংকল্প নিয়ে উৎসাহ ও নতুন শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।
- আজ জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই মহান বীর পুত্র-কন্যাদের স্মরণ করছে, যাঁরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছেন।
- স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার, ১৫ই আগস্ট লালকেল্লা থেকে বন্দে মাতরম ধ্বনিত হচ্ছে। আর আজ যখন আমরা বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর উদযাপন করছি, এর চেয়ে সুন্দর উপলক্ষ আর কী হতে পারে?
- সাম্প্রতিক দিনগুলিতে দেশের বিভিন্ন অংশ ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের সম্মুখীন হয়েছে, বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা তাঁদের কষ্ট ও যন্ত্রণা সম্পূর্ণভাবে বুঝি এবং অনুভব করি। আমি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা এবং সমগ্র দেশ দৃঢ়ভাবে তাঁদের পাশে আছি।

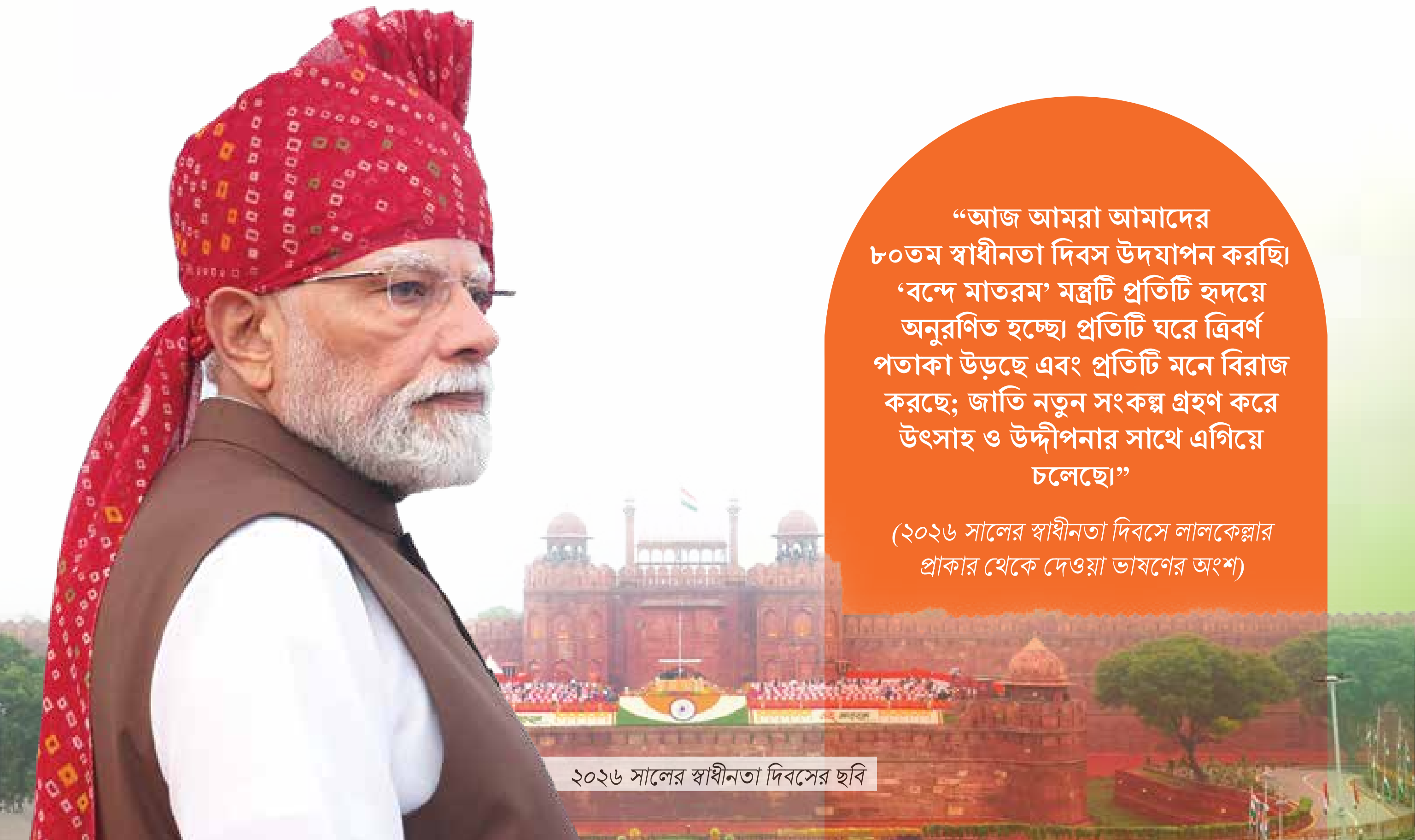

"আজ আমরা আমাদের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রটি প্রতিটি হৃদয়ে অনুরণিত হচ্ছে। প্রতিটি ঘরে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে এবং প্রতিটি মনে বিরাজ করছে; জাতি নতুন সংকল্প গ্রহণ করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে চলেছে।"

(২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

বিকশিত ভারত
@২০৪৭-এর সংকল্প

২০৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি উন্নত ভারত গড়ার সংকল্পকে ১৪০ কোটি নাগরিকের কঠোর পরিশ্রমের সাথে যুক্ত করেছেন...

- একটি জাতি মহান হয় এবং তার লক্ষ্য অর্জন করে, যখন সে তার স্বপ্নের শক্তি, তার সংকল্প এবং তার সামর্থ্যের উপর ভর করে এগিয়ে চলে।
- আমরা আর ছোট স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি না। বড় স্বপ্ন আমাদের চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্তকেও প্রসারিত করে। যখন আমাদের সংকল্প দৃঢ় হয়, তখন অসুবিধার মধ্যে দিয়েও পথ খুঁজে বার করার ক্ষমতা এবং এমনকি বিপর্যয়ের মধ্যেও আপনা থেকেই জেগে ওঠে।
- আমাদের সংকল্পও উচ্চ হতে হবে, কারণ যখন আমাদের স্বপ্ন উঁচু হয় এবং আমাদের সংকল্প উঁচু হয়, তখন আমাদের সামর্থ্যের উচ্চতাও বৃদ্ধি পায় এবং তখনই আমরা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি।
- দেশ অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু আমরা গতি বাড়াতে পারিনি; আমাদের যে গতির প্রয়োজন ছিল, তা আমরা অর্জন করতে পারিনি।
- আমরা "হয়ে যাবে, চলতে থাকবে, দেখা যাক কী হয়" এই মনোভাবে আটকে ছিলাম। ২০১৪ সালের মধ্যে, সমগ্র বিশ্ব আমাদের গোটা বিশ্ব 'ভঙ্গুর পাঁচ'-এর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।
- ২০৪৭ সালে যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করব, তখন আমরা ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি বিকশিত ভারত গড়ে তুলব।
- গত ১২ বছরে, সমাজের প্রতিটি স্তরের কোটি কোটি নাগরিক দৃঢ় সংকল্প ও নিষ্ঠার সাথে জাতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা চালিয়েছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে ২৫ কোটি নাগরিক দারিদ্র্যকে জয় করেছেন এবং দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন।
- আমরা একসময় 'ভঙ্গুর পাঁচ'-এর মধ্যে গণ্য হতাম, কিন্তু ১২ বছরের মধ্যে আমরা একটি প্রধান অর্থনীতি এবং দ্রুততম বিকাশশীল প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছি।

"আমরা এখন একটি 'নিউ নর্ম্যাল' প্রতিষ্ঠা করেছি: আমরা আর সন্ত্রাসবাদী এবং যারা তাদের আশ্রয় দেয়, লালন-পালন করে বা শক্তি জোগায়, তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করব না।"

(২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

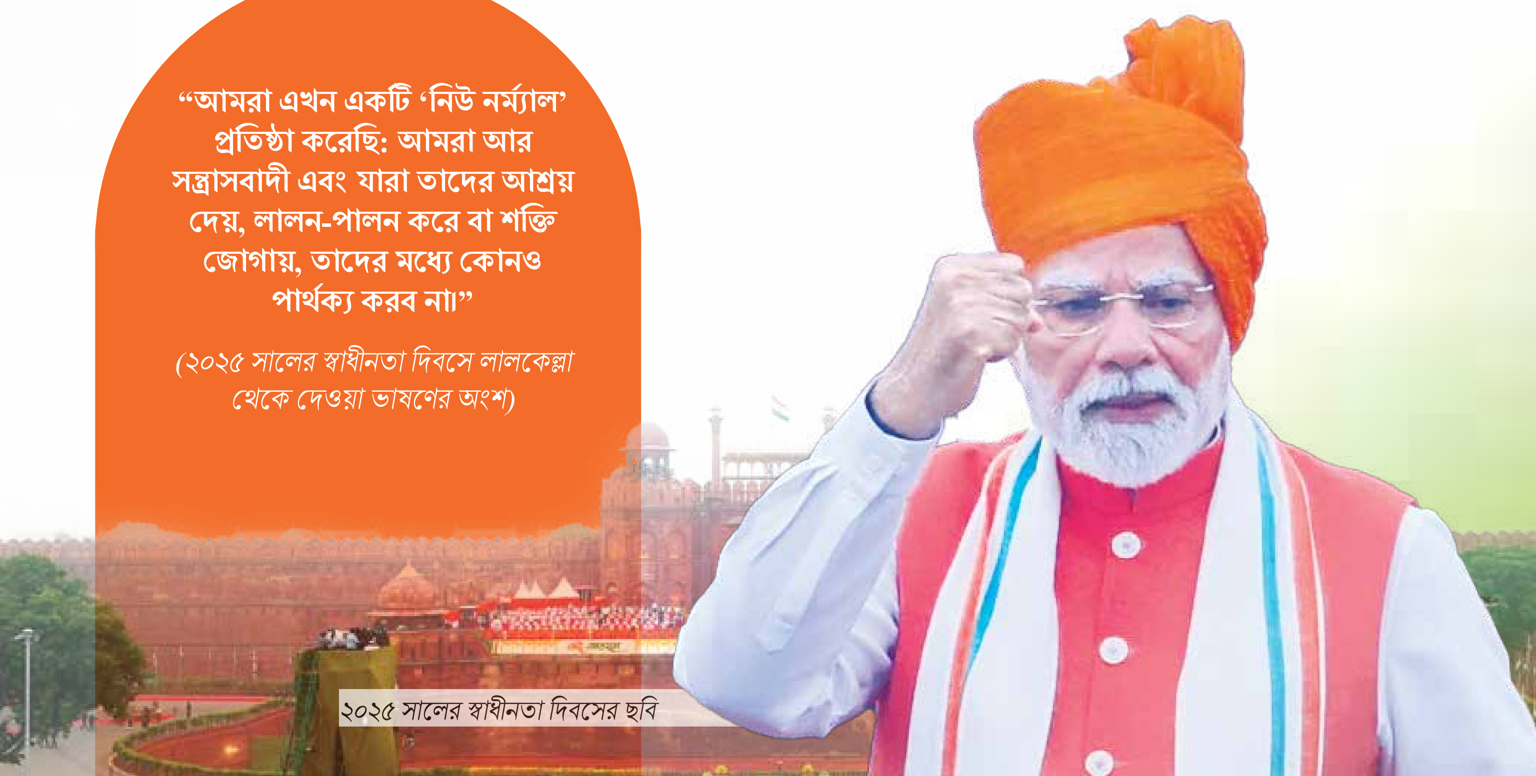

২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

১২ বছরের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, ৮০তম স্বাধীনতা দিবস

প্রধানমন্ত্রী মোদী গত ১২ বছরে উৎপাদন, ডিজিটাল অগ্রগতি এবং সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন, যা নতুন ভারতের গতি ও অগ্রগতির ভিত্তি হয়ে উঠেছে...

- গত ১২ বছরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- খাদি ও গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন প্রায় সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আধুনিক রেল কোচের উৎপাদন ২১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, মোবাইল ফোনের উৎপাদন ৩৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রদত্ত পেটেন্টের সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ডিজিটাল লেনদেন ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রতি বছর, আমরা আগের তুলনায় গড়ে ১৫ গুণ দ্রুত হারে নলবাহিত জল সংযোগ প্রদান করেছি।
- গ্যাস সংযোগ গড়ে প্রতি বছর গড়ে ছয় গুণ দ্রুত হারে, গরিবদের জন্য শৌচাগার নির্মাণের কাজ বার্ষিক হারের চার গুণ গতিতে এগিয়েছে, এবং গরিবদের জন্য বাড়ি প্রদানের গতি প্রতি বছর তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- হাজার হাজার অনুশাসন বাতিল করা হয়েছে, শত শত পুরনো আইন বাতিল করা হয়েছে।
- একবিংশ শতাব্দীর যাত্রা গত শতাব্দীর আইন দিয়ে চালানো যায় না।
- আমরা আধুনিক পরিকাঠামোর জন্য মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছি এবং গণ পরিবহনকে শক্তিশালী করেছি।
- যে গতিতে কাজ হয়েছে, যে মাত্রায় তা করা হয়েছে — এই গতি, এই সম্প্রসারণ এবং স্বাধীনতার পর গত এক দশকে দেশ প্রথমবার এই সাফল্যগুলি প্রত্যক্ষ করেছে।

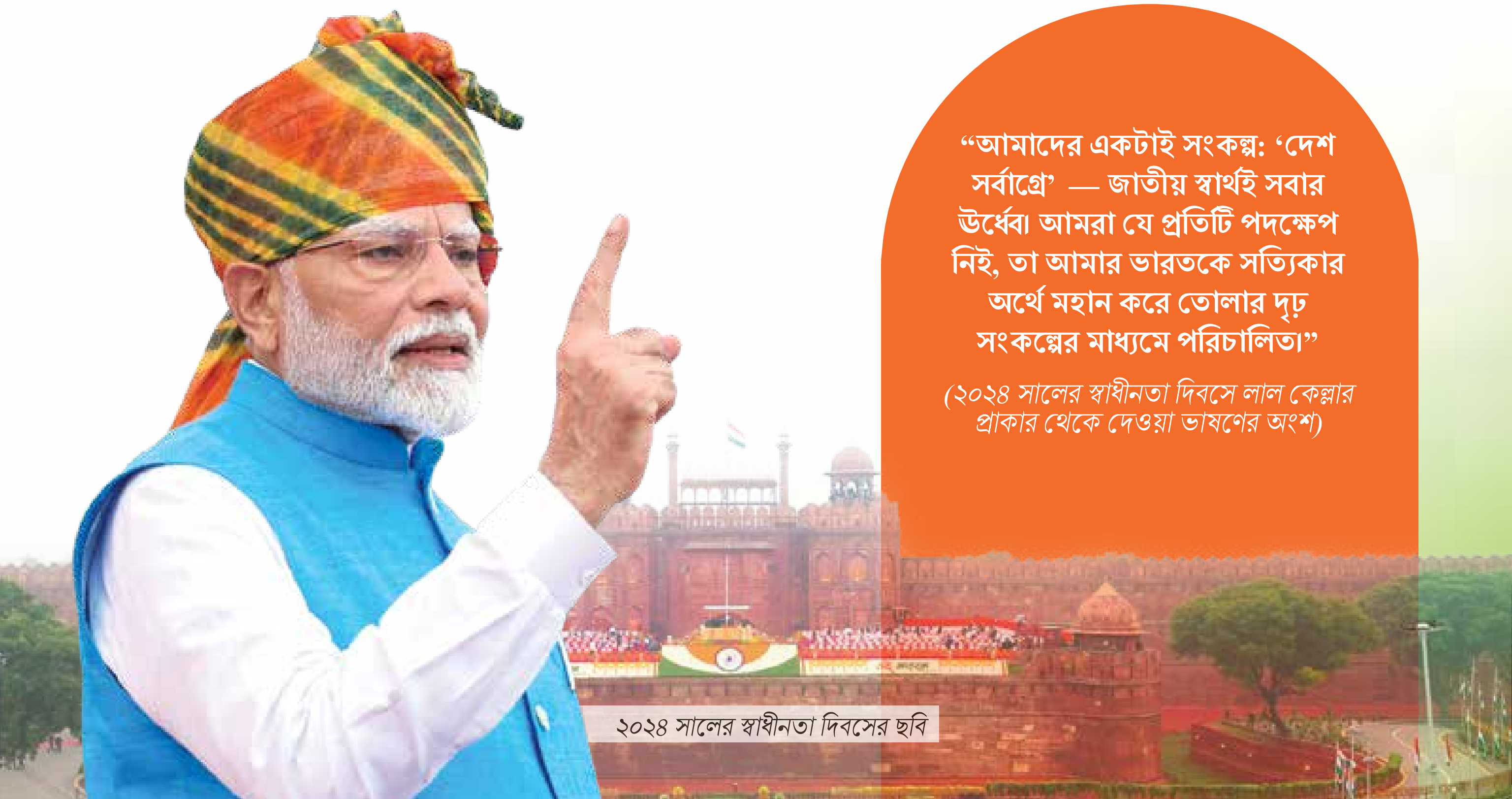

"আমাদের একটাই সংকল্প: 'দেশ সর্বাগ্রে' — জাতীয় স্বার্থই সবার ঊর্ধ্বে। আমরা যে প্রতিটি পদক্ষেপ নিই, তা আমার ভারতকে সত্যিকার অর্থে মহান করে তোলার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত।"

(২০২৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

২০২৪ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

আত্মনির্ভর ভারত: সেমিকন্ডাক্টর ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ

আত্মনির্ভরতাকে একটি প্রত্যয় হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজে ভারতের নতুন শক্তির উপর জোর দিয়েছেন...

- বিশ্বে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যেতে পারে, যা সস্তা এবং আরও দ্রুত পাওয়া যায়, কিন্তু তার উপর নির্ভর করা আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি করে না, আমাদের সক্ষমতার শক্তিকেও পরীক্ষা করে না, এবং তাই আমাদের নিজেদের সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।
- আমরা আত্মনির্ভর ভারতের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি এবং ভারতবাসীর হৃদয় মেক ইন ইন্ডিয়া, স্বদেশী, ভোকাল ফর লোকালের মতো উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।
- তা ইলেকট্রনিক পণ্য হোক, চিকিৎসা সরঞ্জাম হোক, বা পরিবহন ব্যবস্থা হোক, চিপ সর্বত্রই অপরিহার্য।
- আজকের ডিজিটাল বিশ্বে আমরা চিপের গুরুত্ব বুঝি, বিশ্ব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে পুরো ব্যবস্থাই চিপ ছাড়া থমকে যেতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতার পর, আমরা এই বিষয়ে কোনও বড় পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি।
- তিনটি বড় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, এবং এই কারখানাগুলি থেকে উৎপাদিত পণ্য ইতিমধ্যেই রপ্তানি হতে শুরু করেছে।
- আগামী সাত থেকে আট বছরে আরও পাঁচটি, সাতটি, এমনকি আটটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই আত্মনির্ভর ভারত আমাদের বিকশিত ভারত হওয়ার পথে এক বিশাল রাজপথ তৈরি করে দিচ্ছে।
- আমরা ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেলস মিশন চালু করেছি এবং বাজেটে ক্রিটিক্যাল মিনারেলস করিডোর ঘোষণা করেছি। বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে এবং বিশ্বের অনেক দেশ এখন ক্রিটিক্যাল মিনারেলস বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ক্ষেত্রে ভারতের উপর আস্থা রাখতে শুরু করেছে।

"দাসত্বের মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে এবং নিজেকে 'পঞ্চ প্রাণ' (পাঁচটি সংকল্প)-এর প্রতি উৎসর্গ করে, দেশ আজ নতুন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এই নতুন সংকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য এটি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"

(২০২৩ সালের স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

২০২৩ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

শক্তি সুরক্ষা: পরমাণু শক্তি থেকে সৌর বিপ্লব পর্যন্ত

শক্তি সুরক্ষাকে এই মুহূর্তের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী পরমাণু, সৌর, গ্যাস এবং হাইড্রোজেন শক্তিতে ভারতের সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন...

- যেহেতু আমরা ভবিষ্যতের প্রযুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তাই জ্বালানির গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়ছে; এখন জ্বালানি ছাড়া নতুন বিশ্ব চালানো কঠিন।
- তা চিপ হোক, এআই হোক বা ডেটা সেন্টার হোক, আমাদের প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। আমরা ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যে একাধিক শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছি।
- সংসদে SHANTI আইন পাস করে, আমরা ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুতের লক্ষ্যের পথ প্রশস্ত করেছি।
- এই দশকের মধ্যেই আমরা পাঁচটি নতুন পরমাণু চুল্লি চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। এই বছর ভারত ফাস্ট ব্রিডার পারমাণবিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছে।
- আমরা এখন 'নো-গো' উপকূলীয় এলাকাকে 'গো-অ্যাহেড' অঞ্চল হিসেবে উন্মুক্ত করেছি, এবং কাজ ত্বরান্বিত করতে সমুদ্র মন্থনের জন্য ৮৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
- ২০১৪ সালের আগে মাত্র ৭০টি শহরে পাইপযুক্ত গ্যাস পরিকাঠামো ছিল। আমরা তা ৭০০টি শহরে নিয়ে গিয়েছি।
- ২০১৪ সালের আগে, পাইপযুক্ত গ্যাস মাত্র ২০-২২ লক্ষ পরিবারে পৌঁছেছিল; আজ প্রায় ১.৭৫ কোটি পরিবারে পাইপযুক্ত গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে।
- বারো বছর আগে সৌর শক্তির ক্ষমতা ছিল মাত্র ২ গিগাওয়াট; আজ আমরা ১৬০ গিগাওয়াট ক্ষমতা অর্জন করেছি।
- পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা ৫০ লক্ষ বাড়ি অতিক্রম করেছেন; হাজার হাজার মানুষের এখন বিদ্যুৎ বিল শূন্য এবং তাঁরা উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে উপার্জন করছেন, প্রতি পরিবারে ৮০,০০০ টাকা সহায়তা সহ।
- ৯০ বছরে রেলওয়ের বৈদ্যুতিকীকরণ ছিল ৩০%; আমরা মাত্র ১০ বছরে ৭০% সম্পন্ন করে তা সম্পূর্ণ করেছি। এটাই আসল কাজের নমুনা।
- দেশ তার প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেন চালু করেছে, যা এই ধরনের ট্রেনের মধ্যে দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী, এবং ভারত বিশ্বে হাইড্রোজেন-চালিত ট্রেনের ক্ষেত্রে নিজের ছাপ ফেলেছে।

"বিশ্ব দেখছে যে, সংকল্প নিয়ে আমরা এই যাত্রা শুরু করেছি, এবং আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এটি দেখতে শুরু করেছে যে, এই আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করার ক্ষমতা আসলে কোথায় নিহিত।"

(২০২২ সালের স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

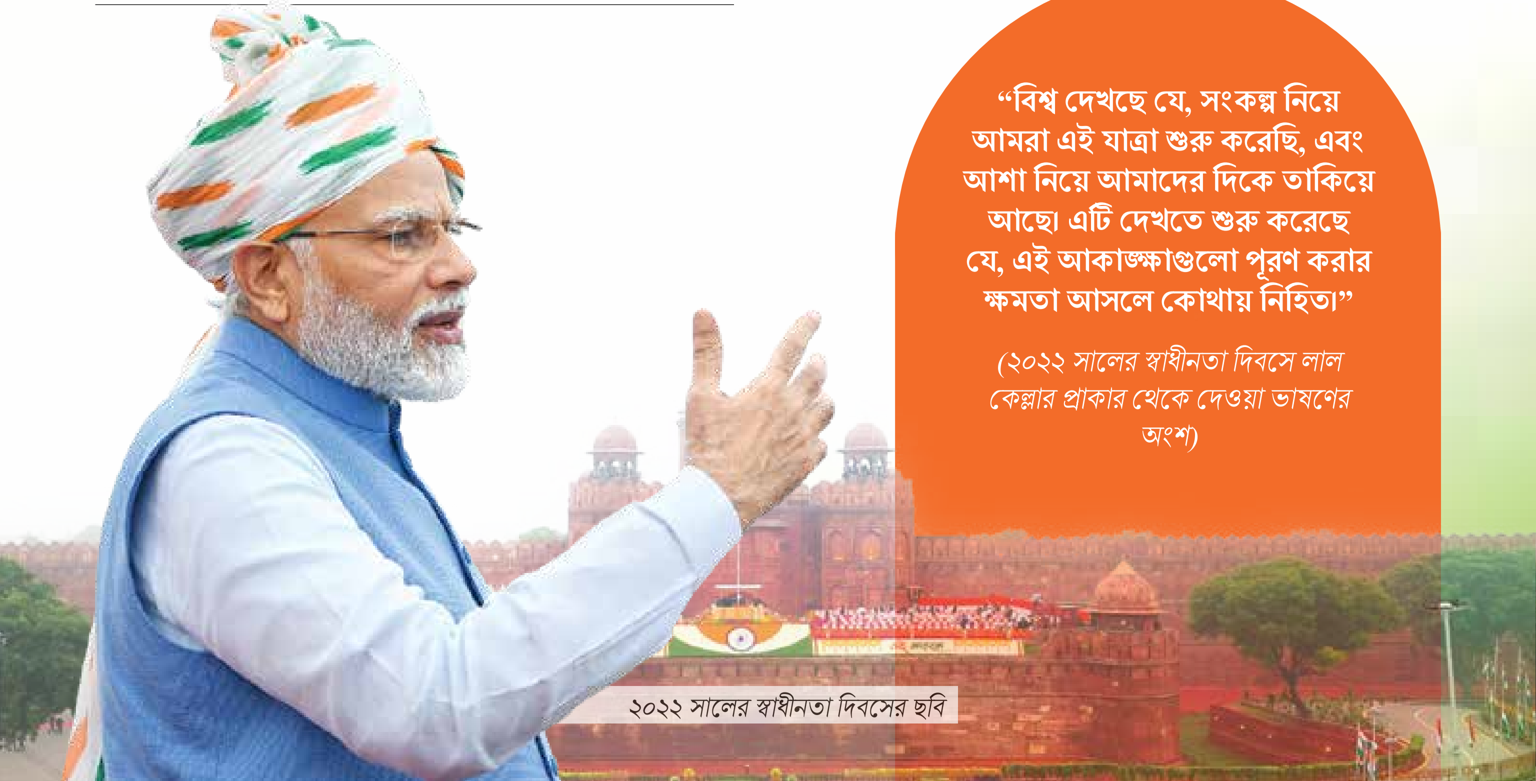

২০২২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

নাগরিক দেব ভব: এক সক্ষম ভারত বৈশ্বিক সঙ্কটের মধ্যেই

কোভিড অতিমারী থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট, প্রধানমন্ত্রী মোদী তুলে ধরেছেন, কীভাবে ১২ বছর ধরে ভারতের সুচিন্তিত পরিকল্পনা দেশকে সক্ষম ও স্বনির্ভর রেখেছে...

- কোভিড-১৯ এর মতো অতিমারী গোটা বিশ্বকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং সমস্ত ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়েছিল, কিন্তু আমরা যখন কোভিড থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তখন যুদ্ধের বিভীষিকা শিরোনাম হতে শুরু করে।
- ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, সর্বত্র উত্তেজনার পরিবেশ ছিল এবং কে জানে, তথাকথিত ভবিষ্যদ্বক্তারা কী কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিছু মানুষ দেশকে ভয় দেখিয়ে এবং ভীত রাখতে তৃপ্তি পায়। গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে না এবং পেট্রোল, ডিজেল ও সার পাওয়া যাবে না।
- দেশ দেখেছে যে, গত ১০-১২ বছরের সুচিন্তিত পরিকল্পনাগুলি ফল দিচ্ছে; আজ দেশে গ্যাস, পেট্রোল এবং ইউরিয়া রয়েছে।
- এত বড় সঙ্কট সত্ত্বেও, নাগরিক দেব ভব নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল ভারত।
- এই সঙ্কটগুলি আমাদেরও প্রভাবিত করেছে — এক বস্তা ইউরিয়ার বিশ্বব্যাপী দাম ৩,০০০ টাকায় পৌঁছেছিল; তবুও আমরা কৃষকদের আমাদের দিচ্ছি কৃষকদের মাত্র ৩০০ টাকায়।
- বিশ্ববাজারে ডিএপি-র মূল্য ৫,০০০ টাকায় পৌঁছেছে; আমরা ১,৩৫০ টাকায় সরবরাহ করে যাচ্ছি।
- কিছু মানুষ সম্পদকে অস্ত্র বানানোর খেলায় মেতেছে — পেট্রোল, ডিজেল, সার, ওষুধ, চিপ এবং এমনকি ভূখণ্ডকেও।
- যদি আমরা গত এক দশক ধরে আত্মনির্ভরতার মন্ত্র মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে সঠিক দিকে না এগোতাম, তাহলে আমরা কল্পনা করতে পারি, কীভাবে আমরা এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতাম।
- একটা সময় ছিল, যখন আমি আত্মনির্ভরতার কথা বলছিলাম, আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থাকা মানুষজন জিজ্ঞাসা করছিল, বিশ্বায়নের কী হবে।
- কিন্তু বিশ্ব দেখছে যে, গত এক দশকে মনে হচ্ছে যেন, বিশ্ব বিশ্বায়ন নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে — বিশ্বায়নের যে কণ্ঠস্বরগুলো আগে আসতো, তা থেমে গেছে, সেগুলো আর শোনা যায় না।

"আমাদের কারও থেকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এটি অসংখ্য দেশবাসীর সংকল্প। তবে একটি সংকল্প অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি না তা সর্বোচ্চ কঠোর পরিশ্রম এবং অসাধারণ সাহসের মাধ্যমে সমর্থিত হয়।"

(২০২১ সালের স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

২০২১ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

নতুন সপ্তধারা
নতুন গতির সূচনা

লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীর কাছে শক্তির এক নতুন সপ্তধারার আহ্বান জানিয়েছেন, যা আগামী ৫-৭ বছরে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষ্য পূরণ করার শক্তি দেবে...

- শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ পেরিয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তী এক-চতুর্থাংশ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের গতি থামতে পারে না। আমাদের দিক নির্দেশ স্থির হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের তা অর্জন করতেই হবে।
- আমাদের কাজের সংস্কৃতি বদলাতে হবে, আমাদের চিন্তাভাবনাও বদলাতে হবে, আমাদের কাজের গতিও বদলাতে হবে।
- যে কাজ গত ৫-৭ দশকে হয়নি, তা আমাদের আগামী ৫-৭ বছরে করতে হবে।
- সংস্কার আমাদের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, বা কোনও জনপ্রিয় শব্দও নয় — আমাদের এই সংস্কার হল, দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সংস্কার এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু করেছি।
- আমি সেই যুগকেও স্মরণ করতে চাই, যখন ভারতের সম্ভাবনা সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত ছিল এবং ভারতকে উন্নত করতে আমাদের সপ্তধারার প্রয়োজন।
- সপ্তধারার এই সাতটি শক্তি কেবল কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের বিষয় নয় — একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের দেশের লক্ষ্যের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে।
- একটি দেশ কেবল সরকারকে নিয়ে গঠিত নয়, একটি দেশ প্রতিটি নাগরিককে নিয়ে গঠিত — আগামী এক দশকের মধ্যে ফরচুন ৫০০ কোম্পানির মধ্যে ৫০টি কেন ভারতের হবে না?
- বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি ব্যাঙ্কের মধ্যে আমাদের একটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক থাকা উচিত এবং বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি ওষুধ কোম্পানির মধ্যে এক বা দুটি ভারতীয় ওষুধ সংস্থার নাম থাকা উচিত।
- ল' ফার্ম, রেটিং এজেন্সি, কনসাল্টিং ও অ্যাকাউন্টিং ফার্ম এবং প্রযুক্তি কোম্পানি — ভারতের আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব থাকা উচিত এবং আমাদের এমন ব্র্যান্ড তৈরি করা উচিত, যা বিশ্বকে আকর্ষণ করবে।

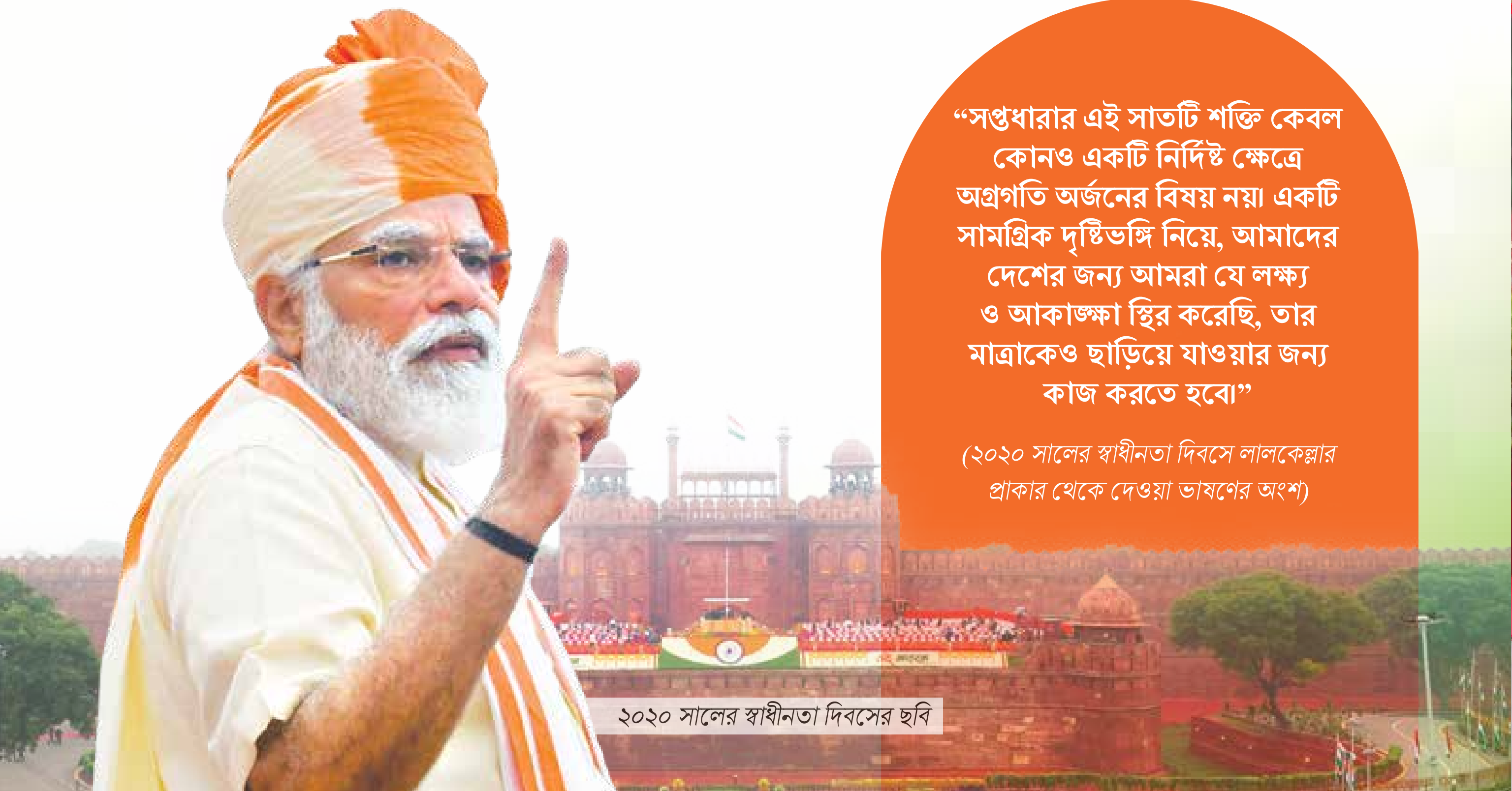
২০২০ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

"সপ্তধারার এই সাতটি শক্তি কেবল কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের বিষয় নয়। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, আমাদের দেশের জন্য আমরা যে লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা স্থির করেছি, তার মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে।"

(২০২০ সালের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

সপ্ত ধারা

প্রথম শক্তি

উৎপাদন শক্তি: আমাদের খরচ, গুণমান এবং পরিমাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান পূরণ করতে হবে; আমাদের মন্ত্র হওয়া উচিত গুণমান, গুণমান, গুণমান। আমাদের ত্রুটি-মুক্ত নিখুঁত উৎপাদন আমাদের পরিচয় হয়ে ওঠা উচিত।

দ্বিতীয় শক্তি

কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন: খামার থেকে রপ্তানি বাজার পর্যন্ত, আমাদের মিলেট, মশলা, ফল এবং ফুলের বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডে পরিণত হওয়া উচিত।

তৃতীয় শক্তি

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন: আমাদের উদ্ভাবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে হবে, পরবর্তী প্রজন্মের যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং মেড-ইন-ইন্ডিয়া ৬জি প্রতিটি কোণে পৌঁছনো উচিত।

চতুর্থ শক্তি

গতি শক্তি: আমাদের দেশের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুত সংযোগের উপর মনোনিবেশ করতে হবে — উচ্চ-গতির রেল, আধুনিক মহাসড়ক, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বিমানবন্দর এবং বন্দর-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন।

পঞ্চম শক্তি

রক্ষা শক্তি (প্রতিরক্ষা শক্তি): ভারত এখন অনুভব করেছে এবং বিশ্বও অনুভব করেছে যে, প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার কোনও বিকল্প নেই, এর জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, ড্রোন ও কাউন্টার-ড্রোন এবং হাইপারসনিক প্রতিরক্ষায় নেতৃত্ব নিতে হবে।

ষষ্ঠ শক্তি

সবুজ অর্থনীতি এবং নীল অর্থনীতি: গ্রিন হাইড্রোজেন, নবায়নযোগ্য শক্তি, মৎস্য, উপকূলীয় পর্যটন। আমাদের আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রিন হাইড্রোজেন, নবীকরণযোগ্য শক্তি, এনার্জি স্টোরেজ, গ্রিন মোবিলিটি এবং গ্রিন ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে সাফল্য অর্জন করতে হবে। আমাদের সুদীর্ঘ উপকূলরেখার কারণে নীল অর্থনীতিতেও প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

সপ্তম শক্তি

ভারতের সফট পাওয়ার: যোগ, আয়ুর্বেদ, হিল ইন ইন্ডিয়া, ফিল্ম, অ্যানিমেশন, গেমিং, ওয়েভস সামিট। ভারতের সফট পাওয়ারের শক্তি অপরিসীম; আজ যোগ সারা বিশ্বকে ভারতের সাথে যুক্ত করেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য এবং
ভারতের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসযোগ্যতা

বিশ্ব এখন ভারতের স্থিতিশীল সরকার এবং প্রাণবন্ত গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে; প্রধানমন্ত্রী মোদী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এমএসএমই এবং রপ্তানিতে নতুন সুযোগের উপর জোর দিয়েছেন...

- আজ ভারতের ভাবমূর্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত বিশ্বের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানিত দেশ হয়ে উঠছে।
- ২০১৪ সালের পর থেকে আমরা প্রায় ৪০টি দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে প্রবেশ করেছি, যা একটি বিশাল সুযোগ।
- এমএসএমই-গুলির এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয় — আমাদের বস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং ওষুধ নিয়ে বিশ্বে পৌঁছতে হবে; আমাদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অতিক্রম করতে হবে এবং আমাদের এমন পণ্য সরবরাহ করতে হবে, বর্তমানে বিশ্বে যা পাওয়া যায়, তার চেয়ে উন্নত।
- আমাদের সামুদ্রিক খাদ্যের বিশ্বে পৌঁছনোর আরও বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমি চাই আমরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণ করি।
- ভারতের প্রতিটি পণ্য বিশ্ব বাজারে পৌঁছনো উচিত, তা আমাদের বস্ত্র হোক, আমাদের যন্ত্রপাতি হোক, বা আমাদের ওষুধ, আমাদের কোনও সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়।
- আমাদের এমন পণ্য সরবরাহ করতে হবে, যা গুণমানে উন্নত এবং বিশ্বে যা পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর পর্যন্ত, আমাদের বস্ত্র ক্ষেত্রের বিশ্ব বাজারে পৌঁছনোর সুযোগ রয়েছে।
- কেরল থেকে গুজরাট এবং তামিলনাড়ু থেকে বাংলা পর্যন্ত, আমাদের মৎস্যজীবী ভাই ও বোনেরা এখন এই এফটিএ-র কারণে চিংড়ি রপ্তানির অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছেন।
- ভারতে একটি স্থিতিশীল সরকার, একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র এবং একটি শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতের সংবিধান আমাদের সকলকে দিকনির্দেশ দেয়, এবং বিশ্ব এখন আমাদের এই শক্তিকে চিনতে শুরু করেছে।

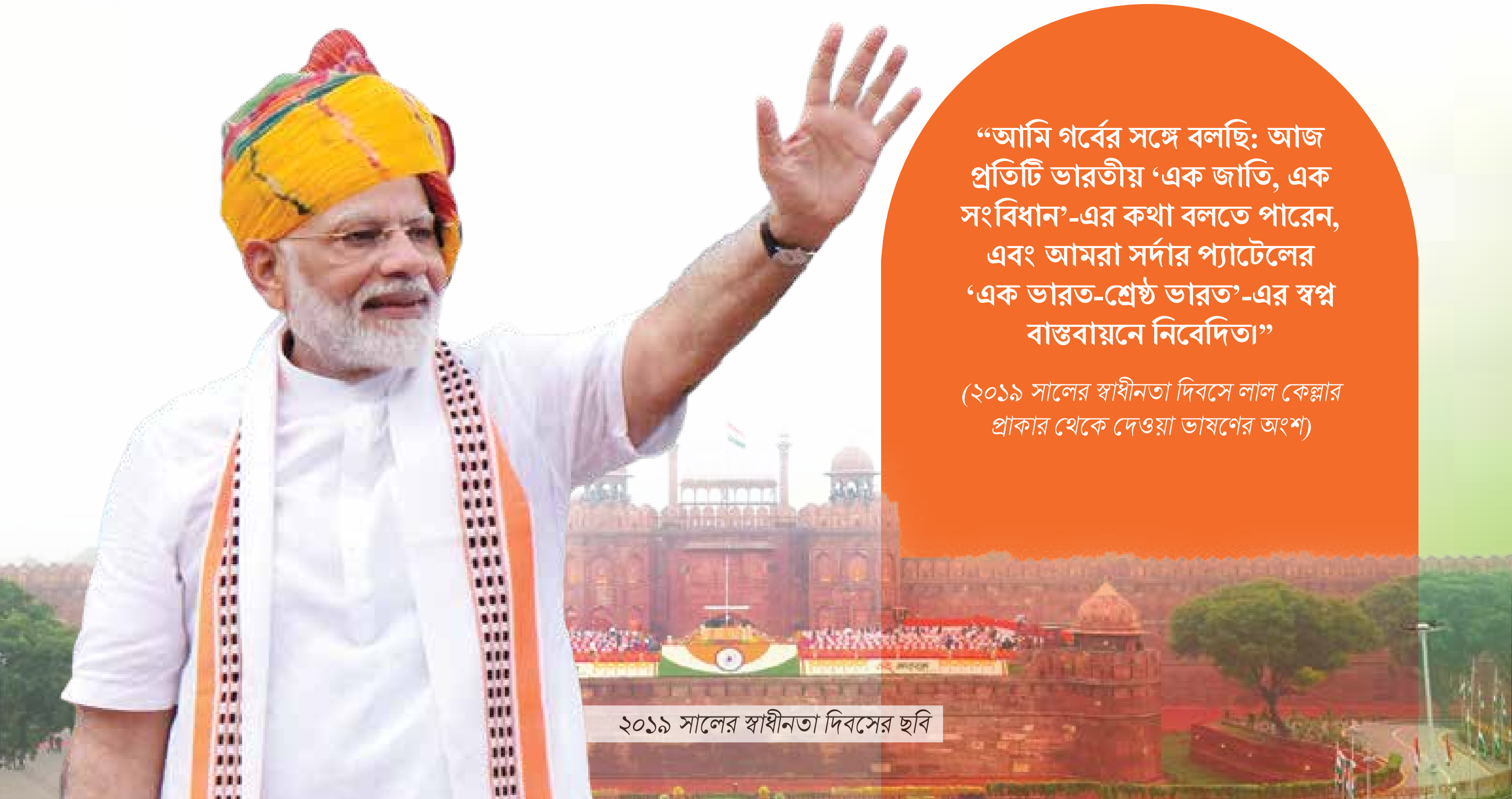

"আমি গর্বের সঙ্গে বলছি: আজ প্রতিটি ভারতীয় 'এক জাতি, এক সংবিধান'-এর কথা বলতে পারেন, এবং আমরা সর্দার প্যাটেলের 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিবেদিত।"

(২০১৯ সালের স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

২০১৯ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

যুব শক্তি এবং ডিজিটাল বিপ্লব

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া থেকে এআই দক্ষতা, লালকেল্লার প্রাকার থেকে দেশের যুব সমাজকে বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং সবচেয়ে বড় সুবিধাপ্রাপক হিসেবে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী...

- বিকশিত ভারতের দিকে যাত্রায় যুব সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে; বিকশিত ভারতের সবচেয়ে বড় সুবিধাপ্রাপকও হবে যুব সমাজ।
- স্টার্টআপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের অধীনে এখন দেশ জুড়ে ২.৫ লক্ষেরও বেশি নথিভুক্ত স্টার্টআপ রয়েছে। সরকার ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি উদ্ভাবনী তহবিল ঘোষণা করেছে।
- ভারতে তরুণদের নেতৃত্বে, যাঁদের গড় বয়স ২৮ বছর, বেসরকারি স্টার্টআপগুলি তাদের স্যাটেলাইট ও রকেট উৎক্ষেপণ করেছে এবং প্রথম প্রচেষ্টাতেই তাঁরা সফল হয়েছেন।
- আগামী এক বছরে এক কোটি যুবককে এআই দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা আন্তর্জাতিক এআই যুগে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন।
- ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩৫০টিরও কম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; আজ, ৬৫০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হওয়ায় আমরা ১,০০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি।
- ২০১৪ সালের আগে মাত্র প্রায় ৪০০টি মেডিক্যাল আসন ছিল; আজ, প্রায় ৮৫০টি আসন রয়েছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এখন ভারতে আসছে।
- আমরা ছোট শিশুদের হাতে ১০,০০০-এরও বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব তুলে দিয়েছি।
- ২০১৪ সালের আগে, জৈব-অর্থনীতির টার্নওভার ছিল ৬০,০০০ কোটি টাকা; আজ, তা ২০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
- ২০০৯-১০ সালে মাত্র ১.৫ লক্ষ বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রি হয়েছিল; ২০২৫-২৬ সালে, ২৫ লক্ষ বৈদ্যুতিক যানবাহন বিক্রি হয়েছে।
- মেড-ইন-ইন্ডিয়া বিমান তৈরির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি; মেড-ইন-ইন্ডিয়া প্রতিরক্ষা পরিবহন বিমান সি-২৯৫ ইতিমধ্যেই একটি সফল উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে।
- ড্রোনের মাধ্যমে স্বামিত্ব প্রকল্পটি গ্রামে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে; প্রায় ৩.২৫ কোটি পরিবার এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।
- মধ্যবিত্ত পরিবারের বোঝা কমাতে আমরা বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া তরুণদের জন্য বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

"এমন একটা সময় ছিল যখন বিশ্ব ভারতের অর্থনীতিকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখত। আজ সেই একই মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছে যে, সংস্কারের গতি আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে।"

(২০১৮ সালের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

২০১৮ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

এক ক্রীড়াময় ভারতে বিকশিত হচ্ছে
এক মাদক-মুক্ত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০৩৬ অলিম্পিক এবং ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়েছেন, পাশাপাশি যুব সমাজকে মাদক অপব্যবহার থেকে দূরে রাখারও আহ্বান জানিয়েছেন...

- যারা খেলে, তারাই এগিয়ে যায় — ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এখন ক্রীড়া মঞ্চে শোনা যাচ্ছে, এবং তেরঙা পতাকাকে গর্বের সঙ্গে উড়তে দেখা যাচ্ছে।
- TOPS প্রকল্প, খেলো ইন্ডিয়া গেমস, বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া, শীতকালীন ক্রীড়া, বিচ গেমস, ক্রীড়া পরিকাঠামো, ক্রীড়া কোচিং, স্পোর্টস মেডিসিন এবং স্পোর্টস নিউট্রিশন — এই সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দিকে ভারত এগিয়ে চলেছে।
- আমরা ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে এগিয়ে চলেছি এবং ভারত ২০৩০ সালে কমনওয়েলথ গেমসও আয়োজন করতে চলেছে।
- অলিম্পিকের ৩২৫-৩৫০টি ইভেন্টের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে ভারত অংশগ্রহণই করে না; ভারতকে আমাদের এই ক্ষেত্রগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে এবং এর জন্য আমরা একটি প্রতিভা-অন্বেষণ অভিযানও শুরু করতে চাই।
- যদি ২০৩৬ সালের জন্য আমাদের ক্রীড়াবিদদের প্রয়োজন হয়, তাহলে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করার জন্য দেশ জুড়ে গ্রামে, শহরে এবং স্কুলে একটি প্রতিভা-অন্বেষণ অভিযান চালানো করা হবে।
- মাদকাসক্তি একটি বড় সঙ্কট হয়ে উঠছে; নেশা মুক্ত ভারত গড়া আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব হতে হবে।
- দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আধ্যাত্মিক নেতারা একত্রিত হয়ে মাদক-মুক্ত ভারতের জন্য ১০০ সপ্তাহের একটি কর্মসূচি শুরু করেছেন। আমি চাই, প্রতিটি পরিবার এই অভিযানের অংশ হোক।

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়, যখন অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, কোনও কাজের ফলাফল মানুষের মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে।"

(২০১৭ সালের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

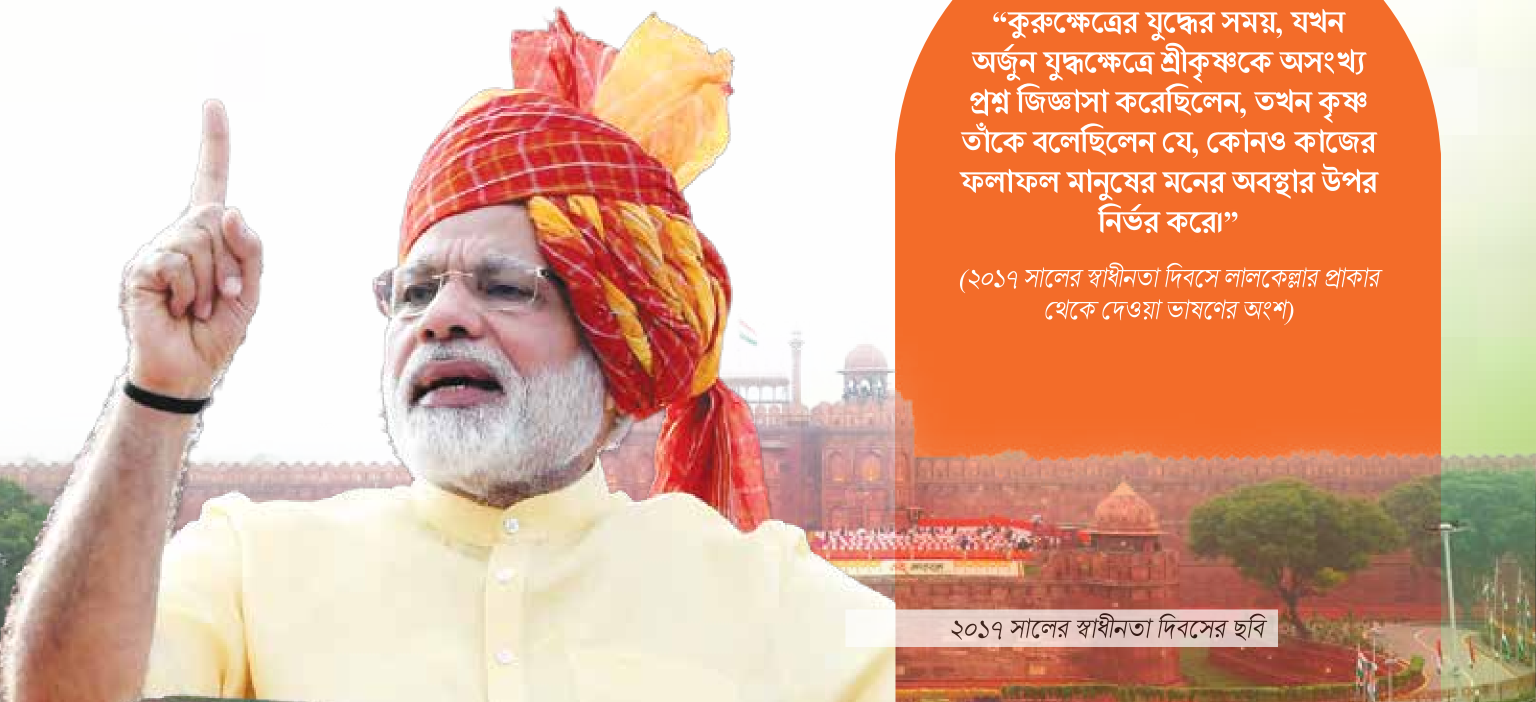

২০১৭ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

নকশালবাদের অবসান

নতুন চ্যালেঞ্জ 'মানসিক নকশাল'

প্রধানমন্ত্রী মোদী চার দশকের নকশালবাদের অবসানের সাফল্যের কথা বলেছেন, এবং 'মানসিক নকশাল'দের চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন...

- নকশালবাদ এবং মাওবাদ লক্ষ লক্ষ তরুণের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে; চার দশক ধরে সাধারণ নাগরিকদের রক্ষা করতে গিয়ে ৩,৫০০-এরও বেশি পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী শহীদ হয়েছেন।
- ২০১৪ সালে দেশ সেবার সুযোগ পাওয়ার পর আমরা সেই দিনই সংকল্প নিয়েছিলাম, দেশকে নকশালবাদ থেকে মুক্ত করার এবং আজ নকশাল-মাওবাদী হিংসার শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার শক্তিটুকুও হয়তো আর অবশিষ্ট নেই।
- যে সব এলাকায় একসময় নকশালরা গুলি চালাত, যেখানে মাটি একসময় রক্তে রঞ্জিত ছিল, আজ সেই নকশাল-প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতেই উন্নয়ন, বিশ্বাস ও প্রচেষ্টার তেরঙা পতাকা উঁচুতে উড়ছে, কারণ সেগুলি নকশালবাদ থেকে মুক্ত হয়েছে।
- জঙ্গল থেকে সশস্ত্র নকশালদের সরিয়ে এবং দেশকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আমরা সশস্ত্র নকশালদের নির্মূল করতে সফল হয়েছি। তবে সশস্ত্র নকশালরা চলে গেলেও, মানসিক নকশালরা রয়ে গেছে, এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।
- তারা সহিংসতা ও নৈরাজ্যের পথ খুঁজছে, সমাজকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে। আমাদের এই মানসিক নকশালদের চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। দেশের যুব সমাজকে একটি উন্নত দেশ গঠনের মূলধারার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
- আমাদের এই চ্যালেঞ্জকে ছোট করে দেখা উচিত নয়; আমাদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বছরের পর বছর ধরে মাওবাদী মতাদর্শের ব্যক্তিরা ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিল, এমনকি নীতিকেও প্রভাবিত করছিল।

"এটা সত্যি যে দেশ অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, কিন্তু আসুন আমরা ভুলে না যাই যে, এই চ্যালেঞ্জগুলির পাশাপাশি, দেশের মধ্যে অসীম সামর্থ্যও রয়েছে। যখন আমরা সেই শক্তিকে কাজে লাগাই, তখন আমরা সমাধানের পথ খুঁজে পাই।"

(২০১৬ সালের স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

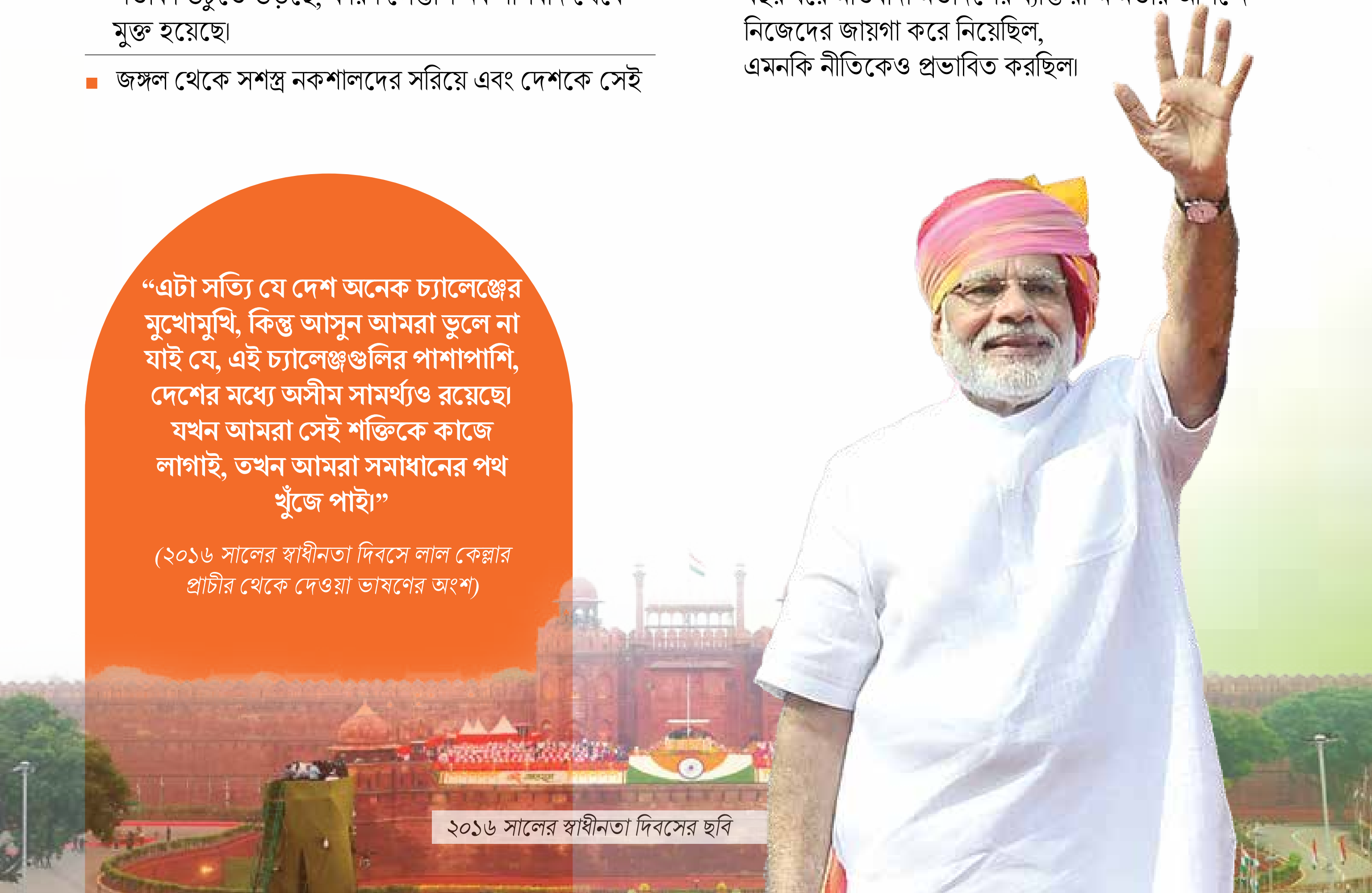

২০১৬ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

এক সুরক্ষিত, সক্ষম ভারতের প্রতিরক্ষা বিপ্লব

যুদ্ধের পরিবর্তিত প্রকৃতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী অসামরিক প্রতিরক্ষায় আধুনিকীকরণের কথা ঘোষণা করেছেন, সেইসঙ্গে মিশন সুদর্শন চক্র এবং প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে অগ্রগতির কথাও জানিয়েছেন...

- আজ যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে; এখন আর কোনও নিশ্চয়তা নেই যে, সীমান্তের মধ্যেই সংঘাত সীমাবদ্ধ থাকবে। আধুনিক যুদ্ধে শোধনাগার, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র বা ডেটা সেন্টারকে নিশানা করা হয় — পরিকাঠামো ও কারখানা ধ্বংস করা হচ্ছে।
- আজ লালকেল্লা থেকে আমি ঘোষণা করছি যে, আগামী দিনে আমরা অসামরিক প্রতিরক্ষার একটি প্রাণবন্ত নেটওয়ার্ক তৈরি করব এবং নাগরিকদের আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করব।
- আমরা আধুনিক সঙ্কট থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতে এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অসামরিক প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশাল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি করতে চলেছি।
- প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভর হওয়ার কোনও বিকল্প নেই; আমরা অবশ্যই পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি তৈরি করব এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী হয়ে উঠব।
- আমাদের ড্রোন এবং কাউন্টার-ড্রোন সিস্টেম তৈরি করতে হবে এবং হাইপারসনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিতে হবে। আজ সাইবার নিরাপত্তা প্রতিটি পরিবারের জন্যও উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে এবং এখানেও আমরা আমাদের যুব সমাজের সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারি।
- আমরা কয়েক বছর আগে মিশন সুদর্শন চক্র ঘোষণা করেছিলাম এবং এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমাদের প্রতিরক্ষা রপ্তানি প্রায় ৫০ গুণ বেড়েছে এবং আমাদের অস্ত্র প্রায় ১০০টি দেশে পৌঁছচ্ছে। বিশ্ব মঞ্চে ভারতের মর্যাদা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

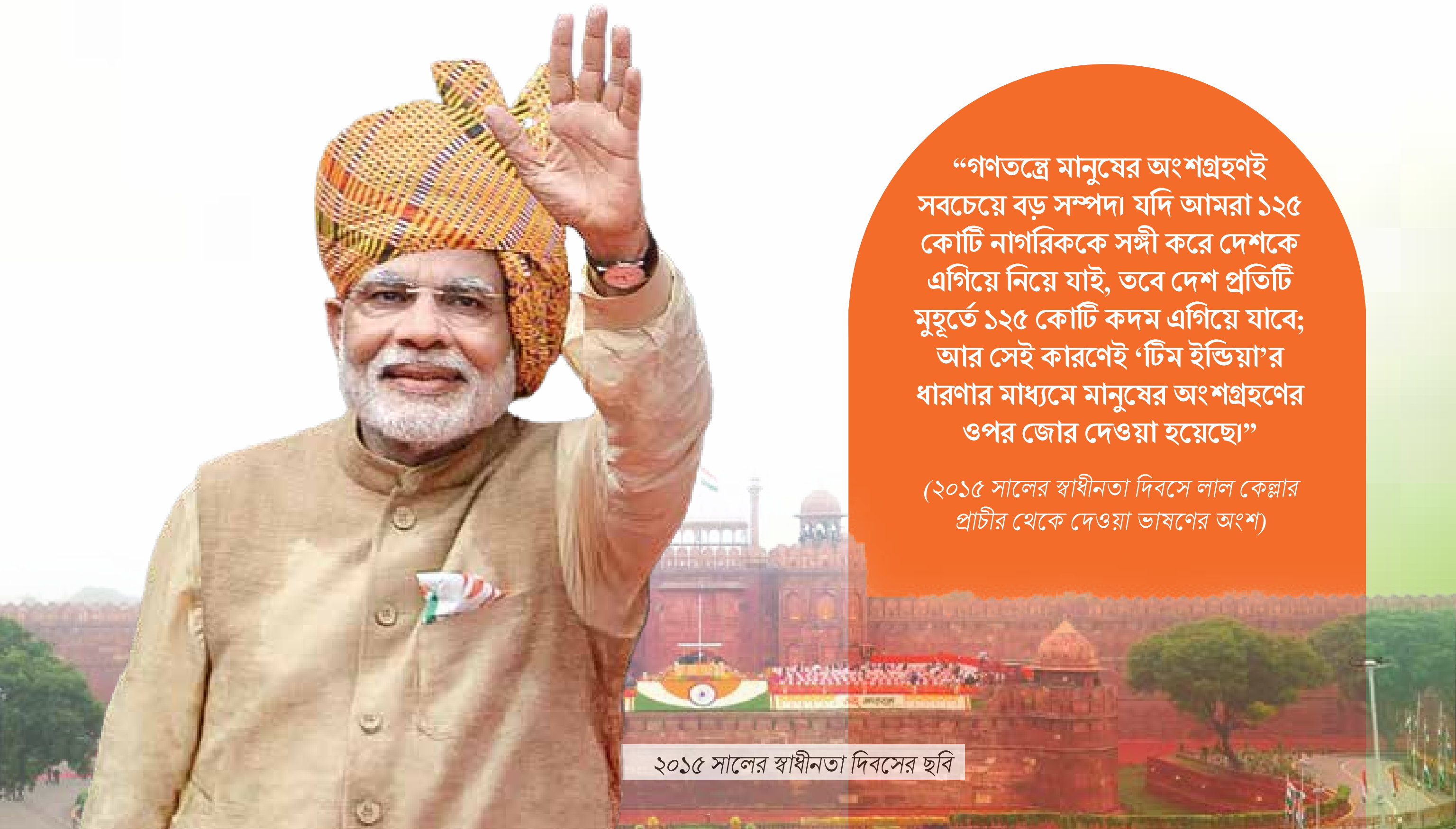

২০১৫ সালের স্বাধীনতা দিবসের ছবি

"গণতন্ত্রে মানুষের অংশগ্রহণই সবচেয়ে বড় সম্পদ। যদি আমরা ১২৫ কোটি নাগরিককে সঙ্গী করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই, তবে দেশ প্রতিটি মুহূর্তে ১২৫ কোটি কদম এগিয়ে যাবে; আর সেই কারণেই 'টিম ইন্ডিয়া'র ধারণার মাধ্যমে মানুষের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।"

(২০১৫ সালের স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

নারী শক্তি, সামাজিক সুরক্ষা এবং আদমশুমারিতে অংশগ্রহণের আহ্বান

কন্যাদের সাফল্য থেকে শুরু করে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলা সংরক্ষণ এবং আদমশুমারিতে অংশগ্রহণ পর্যন্ত, প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশ গঠনে প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকার আহ্বান জানিয়েছেন...

- যুদ্ধবিমান হোক বা অসামরিক বিমান চলাচল, STEM শিক্ষা হোক বা সশস্ত্র বাহিনী — আমাদের কন্যারা সর্বাগ্রে রয়েছে।
- আমি সম্প্রতি সানন্দ-এ একটি সেমিকন্ডাক্টর কারখানা পরিদর্শন করেছি, যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আদিবাসী কন্যারা কাজ করছিলেন।
- তাঁরা এমন গ্রাম থেকে এসেছেন, যেখানে মানুষ পাসপোর্ট কী তাও জানতেন না; সেই কন্যারা বিদেশে গিয়েছেন, প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং আজ চিপ তৈরির কাজ করছেন।
- আমরা ৩ কোটি বোনকে লাখপতি দিদি বানানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম এবং ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্য অতিক্রম করেছি; এখন আমরা ৬ কোটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।
- আমরা সংসদে নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাস করেছি; আমি আহ্বান জানাই, যাতে আমাদের মা ও বোনেরা বিধানসভা এবং লোকসভায় ৩৩% প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেন।
- ২০১৪ সালের আগে মাত্র ২৫ কোটি মানুষ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ছিল; এক দশকের মধ্যে আমরা ১০০ কোটি দেশবাসীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এনেছি।
- আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণরাও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন; এর ফলে পরিবারগুলির ২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।
- আমি লালকেল্লা থেকে পঞ্চ প্রাণের কথা বলেছিলাম। এই পাঁচটি শপথ জাতিকে আত্মগৌরবের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অপরিসীম শক্তি এবং তার লক্ষ্য অতিক্রম করার ক্ষমতা দিয়েছে। আমাদের প্রতি মুহূর্তে দাসত্বের মানসিকতা দূর করার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
- দেশের স্বার্থকে আমাদের নিজেদের স্বার্থের আগে আনতে হবে, এবং কর্তব্যই আমাদের পরিচয় নির্ধারণ করবে।

"আমার প্রিয় দেশবাসীগণ, আমার কথায় ভরসা রাখুন; আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি। আসুন, আমরা অতীতের পাপ এবং তার সাথে জড়িত পথগুলি পরিত্যাগ করি; আসুন, আমরা সদিচ্ছা ও ভ্রাতৃত্বের পথকে আলিঙ্গন করি, এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প করি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আমরা এটি অর্জন করতে পারব।"

(২০১৪ সালে স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার প্রাকার থেকে দেওয়া ভাষণের অংশ)

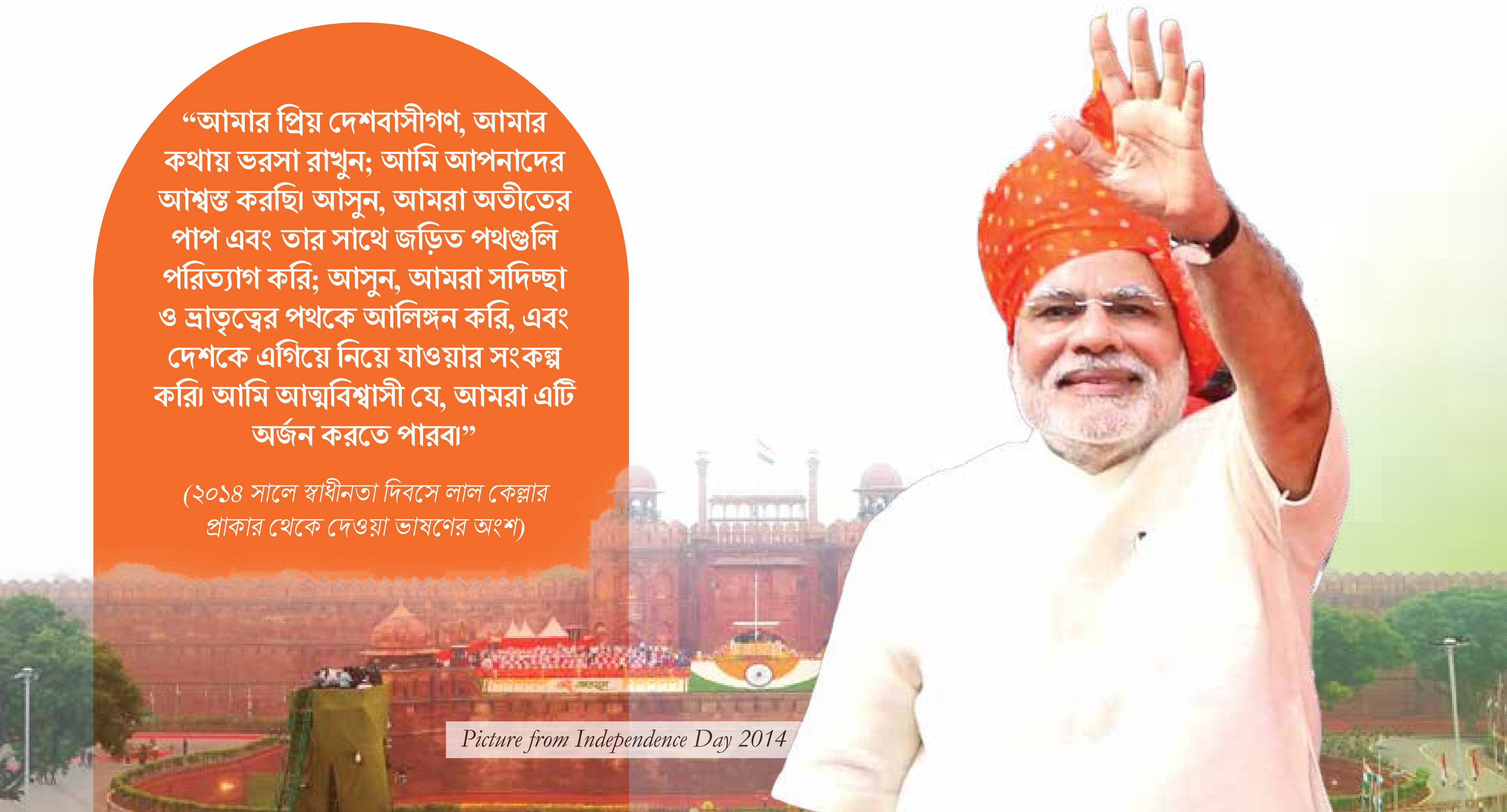

Picture from Independence Day 2014

দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস

ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা ও শান্তি সমুন্নত রাখার দৃঢ় সংকল্প

দেশভাগের যন্ত্রণা কখনও ভোলা যায়না। ঘৃণা ও সহিংসতার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন এবং এমনকি প্রাণও হারিয়েছিলেন। সেইসব মানুষের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতেই ১৪ আগস্টকে 'দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দিনটি আমাদের বৈষম্য, বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষ নির্মূল করতে অনুপ্রাণিত করে এবং একইসঙ্গে মানবিক সহানুভূতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে...

জাতি দেশভাগের যন্ত্রণা সহ্য করেছিল

ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রতি বছর ১৫ আগস্ট পালিত স্বাধীনতা দিবস যেকোন জাতির জন্য আনন্দ ও গর্বের এক উপলক্ষ। তবে, স্বাধীনতার মধুরতার পাশাপাশি জাতিকে দেশভাগের যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছিল। নতুন স্বাধীন ভারত দেশভাগের ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, যা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের মনে কষ্টের স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। দেশভাগ মানব ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম স্থানচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত, যা প্রায় ২ কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। লক্ষ লক্ষ পরিবার তাদের পৈতৃক গ্রাম, শহর বা নগর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং শরণার্থী হিসেবে নতুন জীবন শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল।

সকল দেশবাসীকে আন্তরিক অভিবাদনঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে আমরা 'দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস' পালন করছি। আমরা দেশভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের সাহসিকতাকে সম্মান জানাই। ইতিহাসের সেই মুহূর্তটি অগণিত জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল – পরিবারগুলি উৎখাত হয়েছিল, প্রিয়জনদের হারিয়েছিল এবং মানুষ অসহনীয় দুর্ভোগ সহ্য করেছিল। তবুও, এই সবকিছুকে অতিক্রম করে, মানুষ শূন্য থেকে তাদের জীবন পুনর্গঠন করেছিল, প্রতিকূলতাকে সাফল্যে পরিণত করেছিল এবং দেশের অগ্রগতিতে অমূল্য অবদান রেখেছিল। তাদের এই পথ চলা আমাদের মানব আত্মার টিঁকে থাকার শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। আশা করা যায় যে এই দিনটি আমাদের দেশে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে। আমরা সবাই মিলে একটি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করবো। দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবসে, আমি সেই সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই যারা সেই ভয়াবহ সময় থেকে উঠে এসে দেশের অগ্রগতিতে অপরিমেয় অবদান রেখেছেন। তাদের সাহস এবং দৃঢ়তার মাধ্যমে, তারা দেখিয়েছেন যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কীভাবে নিজের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করা যায়। আসুন আমরা সম্প্রীতি ও ঐক্যের জাতীয় চেতনাকে আরও জোরদার করি।

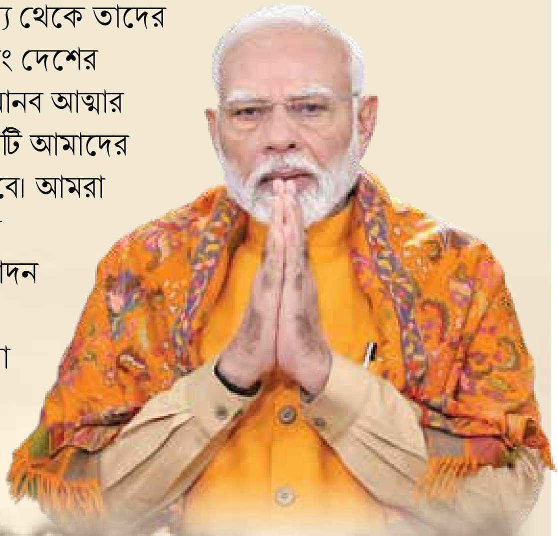

'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'ই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিতঃ অমিত শাহ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস এক অধ্যায়ের সাক্ষী, যেদিন অমানবিক দুর্ভোগ সহ্য করতে করতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। কোটি কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি এবং প্রিয়জনদের পিছনে ফেলে বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেশভাগের কারণে সৃষ্ট এই যন্ত্রণা ইতিহাস কখনও ভুলবে না। এই ট্র্যাজেডিতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন এবং যারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, আমি তাদের সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস, পালনের মাধ্যমে মোদী সরকার এই ট্র্যাজেডির স্মৃতি তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, যাতে দেশকে আবারও বিভক্ত করতে চাওয়া শক্তিগুলি কখনও সফল না হয় এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হয়ে থাকে।

একটি শক্তিশালী, সম্প্রীতিপূর্ণ এবং সংবেদনশীল ভারত গড়া আমাদের দায়িত্বঃ রাজনাথ সিং

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন যে 'বিভাজনের বিভীষিকা স্মরণ দিবস' আমাদের ভারতের বিভাজনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়, যা লক্ষ লক্ষ পরিবারের জীবনকে গভীর শোক, বাস্তুচ্যুতি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। এটা শুধুই ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায় নয় বরং সেই অগণিত মানুষের সংগ্রাম, সাহস, ত্যাগ এবং সহনশীলতার এক জীবন্ত প্রমাণ, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি, পরিবার, সম্পত্তি এবং প্রিয়জনদের হারানোর পরেও নতুন করে জীবন গড়ার সংকল্প করেছিলেন। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ঐতিহাসিক দুর্ভোগের স্মৃতিকে শুধুই লালন করা যথেষ্ট নয়; আমাদের দায়িত্ব হলো তা থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি শক্তিশালী, সম্প্রীতিপূর্ণ এবং সংবেদনশীল ভারত গড়ে তোলা, যেখানে কোন সমাজকে আর কখনও বিভাজনের যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। বিভাজনের বিভীষিকার সময় যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সমস্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যক্তিদের এবং মাতৃভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া অগণিত পরিবারের প্রতি আমি আমার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

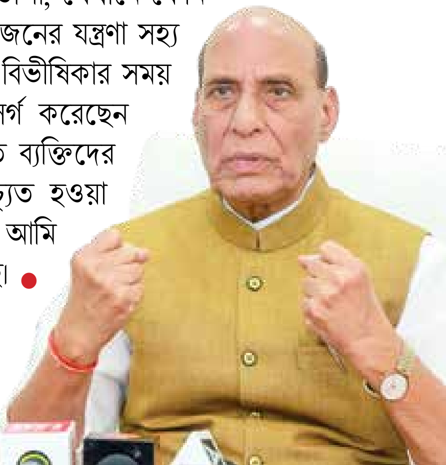

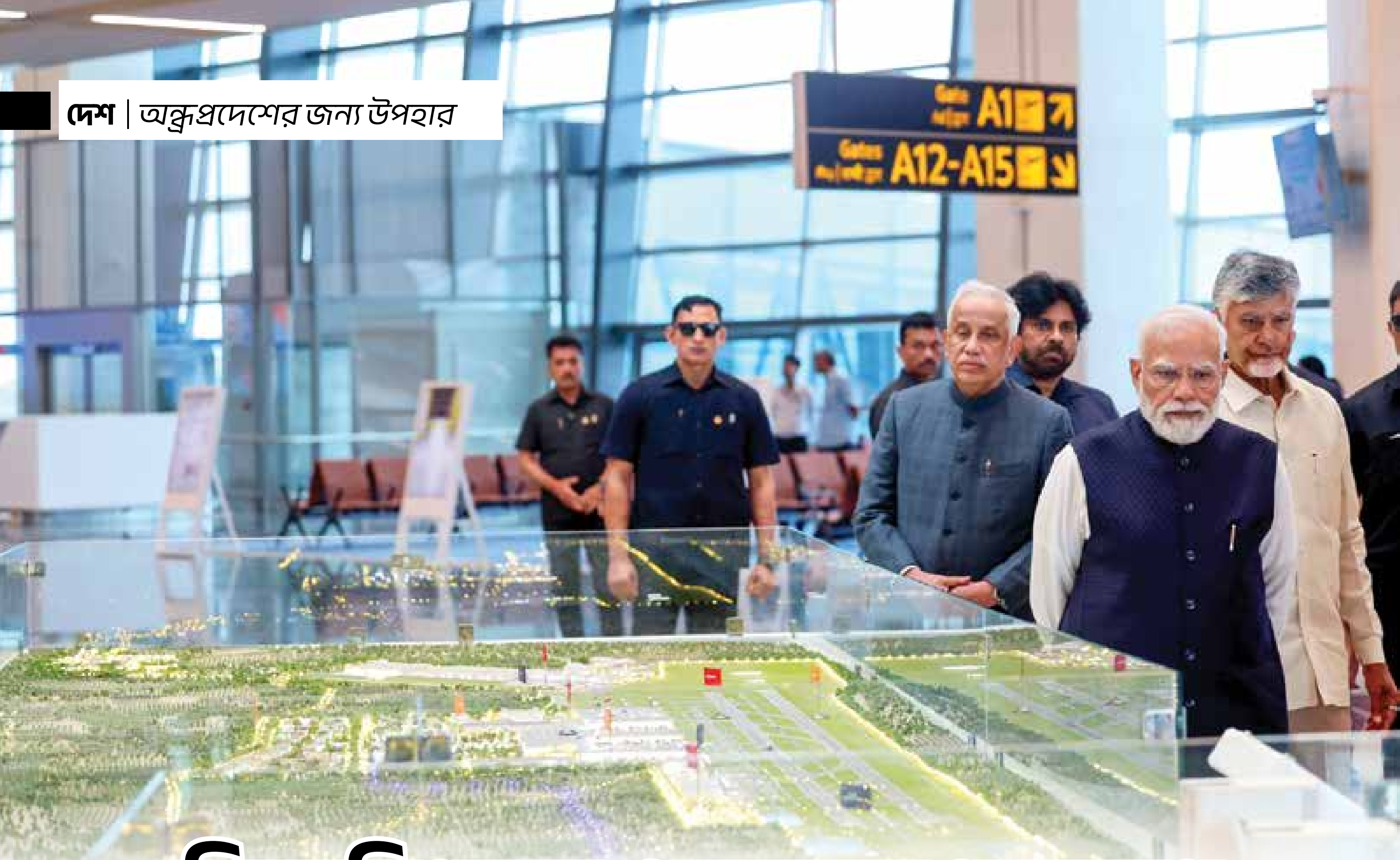

শিল্প বিপ্লবের এক নতুন পদক্ষেপ
অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমে চালিত

উন্নয়নের জন্য শুধু পরিকাঠামোই নয়, একটি সামগ্রিক শিল্প বাস্তুতন্ত্র এবং একটি অনুকূল পরিবেশও প্রয়োজন। অন্ধ্রপ্রদেশে এমনই একটা পরিবেশ গড়ে উঠছে, যে কারণে অনেক বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। উন্নয়নের এই গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্ধ্রপ্রদেশে ১৭,৯০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন...

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আল্লুরি সীতারাম রাজু বিমানবন্দরের উদ্বোধনের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্প ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তনের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে সফটওয়্যার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পরিচয়ের পাশাপাশি রাজ্যটি একটি শক্তিশালী উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। এটা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান এবং প্রযুক্তি-চালিত শিল্পের জন্য একটি নতুন পরিবেশ তৈরি করবে। ‘সোনালী অন্ধ্রপ্রদেশ’ –এর স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী ১ আগস্ট বিজয়নগরম জেলার ভোগাপুরমে ১৭,৯০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কিংবদন্তী আদিবাসী নেতা আল্লুরি সীতারাম রাজুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন যে, এই পবিত্র ভূমিতে চালু হওয়া নতুন বিমানবন্দরটি আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রানওয়ে এবং যুবকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী উৎক্ষেপণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী আল্লুরি সীতারাম রাজুর নামে নতুন বিমানবন্দরটি নামকরণের সরকারি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, এই স্মরণীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াতকারী প্রতিটি যাত্রীর মনে গভীর দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। ●

অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মনোযোগের মূল দিকগুলি

- বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্প চালু রয়েছে।
- সম্পূর্ণ রেল নেটওয়ার্ক বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে এবং ৭০টিরও বেশি রেল স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে।
- তিনি সফটওয়্যার এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাজ্যের যুবকদের অর্জিত বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির প্রশংসা করেছেন।
- দেশের অভ্যন্তরে তরুণ প্রতিভাদের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে।
- সরকারের মনোযোগ এখন প্রধানত ভবিষ্যৎমুখী, প্রযুক্তি-চালিত শিল্প, যেমন সেমিকন্ডাক্টরের ওপর।
- গুগলের ১৫ বিলিয়ন ডলারের বিশাল ক্যাম্পাস তৈরির ঘোষণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা রাজ্যে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।
- আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা এখানে নতুন সম্ভাবনা দেখছে, যা রাজ্য ও দেশের যুবকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে।
- কেন্দ্রীয় সরকার নাক্কাপল্লীতে একটি বিশাল ফার্মা পার্ক স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করছে।
- রায়লসীমা অঞ্চলের নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে।
- শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীর শেষ তিনটি সফরের সময়েই রাজ্যে ২ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

সম্প্রতি ২৯,০০০ কোটি টাকার বিশাল বিনিয়োগে ‘উড়ান’ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় চালু করা হয়েছে।

“বর্তমানে দেশটি ক্রমাগত নীল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। আমাদের লক্ষ্য হল এই সমগ্র অঞ্চলকে একটি উপকূলীয় অর্থনৈতিক করিডর হিসেবে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, বিশাখাপত্তনম থেকে কৃষ্ণপত্তনম পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের বিদ্যমান বন্দরগুলির আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, আমরা মুলাপিটা এবং রামায়পত্তনমে নতুন বন্দর নির্মাণ করছি।”

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বের অগ্রগতির নেতৃত্বে ভারতীয় যুবসমাজ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের মহীশূরে 'স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল ইয়ুথ সেন্টার – বিবেক মেমোরিয়াল'-এর উদ্বোধন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতের চেতনার ধারক হিসেবে বর্ণনা করে তিনি এই অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন যে, দেশের যুবসমাজ আজ বিশ্ব উন্নয়নে নতুন গতির সঞ্চার করছে। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত গড়া বর্তমান প্রজন্মের একটি প্রধান দায়িত্ব...

রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগসূত্র রয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে – শৈশবকাল থেকে বর্তমান দায়িত্ব পর্যন্ত – এই সংস্থাটির অপরিসীম প্রভাবের কথা স্মরণ করেন। নবনির্মিত স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল ইয়ুথ সেন্টার – 'বিবেক স্মারক'-এর ঐতিহ্য উদযাপন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী মহান সাধক, কুভেম্পুর মতো স্থানীয় পণ্ডিত এবং শহরের বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী স্মরণ করেন, কীভাবে ১৩০ বছরেরও বেশি আগে তৎকালীন মহীশূরের মহারাজা এক তরুণ, অনুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এটা ছিল সমর্থনের এক যুগান্তকারী কাজ, যার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে আমেরিকা থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন, "প্রকৃত অর্থে, কেবল তিনিই বেঁচে থাকেন যিনি অন্যের জন্য বাঁচেন। এই মন্ত্র দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আশ্রমটি এক গৌরবময় শতবর্ষ পূর্ণ করেছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের আমলে ভারতীয় যুবকদের পরাধীন অবস্থার সঙ্গে আজকের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের তুলনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী তুলে ধরেছেন, কীভাবে বিবেকানন্দ যুবশিক্ষাকে জাতি গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে গণ্য করতেন। যে ভারতীয় যুবকরা একসময় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, তারাই এখন অভূতপূর্ব গতিতে বিশ্ব উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

> **স্বামী বিবেকানন্দের দেখা ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের ওপর বর্তায়।**
>
> ***নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী***

যুবকদের জন্য পদক্ষেপঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর তুলে ধরা বিষয়গুলি..

- ১৪,০০০-এর বেশি পিএম শ্রী স্কুল
- ১০,০০০-এর বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব
- আইআইএম এবং আইআইটি-র সংখ্যা বৃদ্ধি
- এমবিবিএস মেডিক্যাল আসন সংখ্যা প্রায় ১.৪০ লক্ষে পৌঁছানো

দেশকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি, তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব যুবকদেরই প্রাপ্য। আজ, তারুণ্যের বিপুল সম্ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে ভারত এআই, ডিপ টেক, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে সাফল্যের নতুন, সোনালী অধ্যায় রচনা করছে। 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযান হোক বা 'মেক ইন ইন্ডিয়া', এগুলির চূড়ান্ত সাফল্যের পিছনের আসল চালিকাশক্তি হলো ভারতের যুবশক্তির ক্ষমতা।

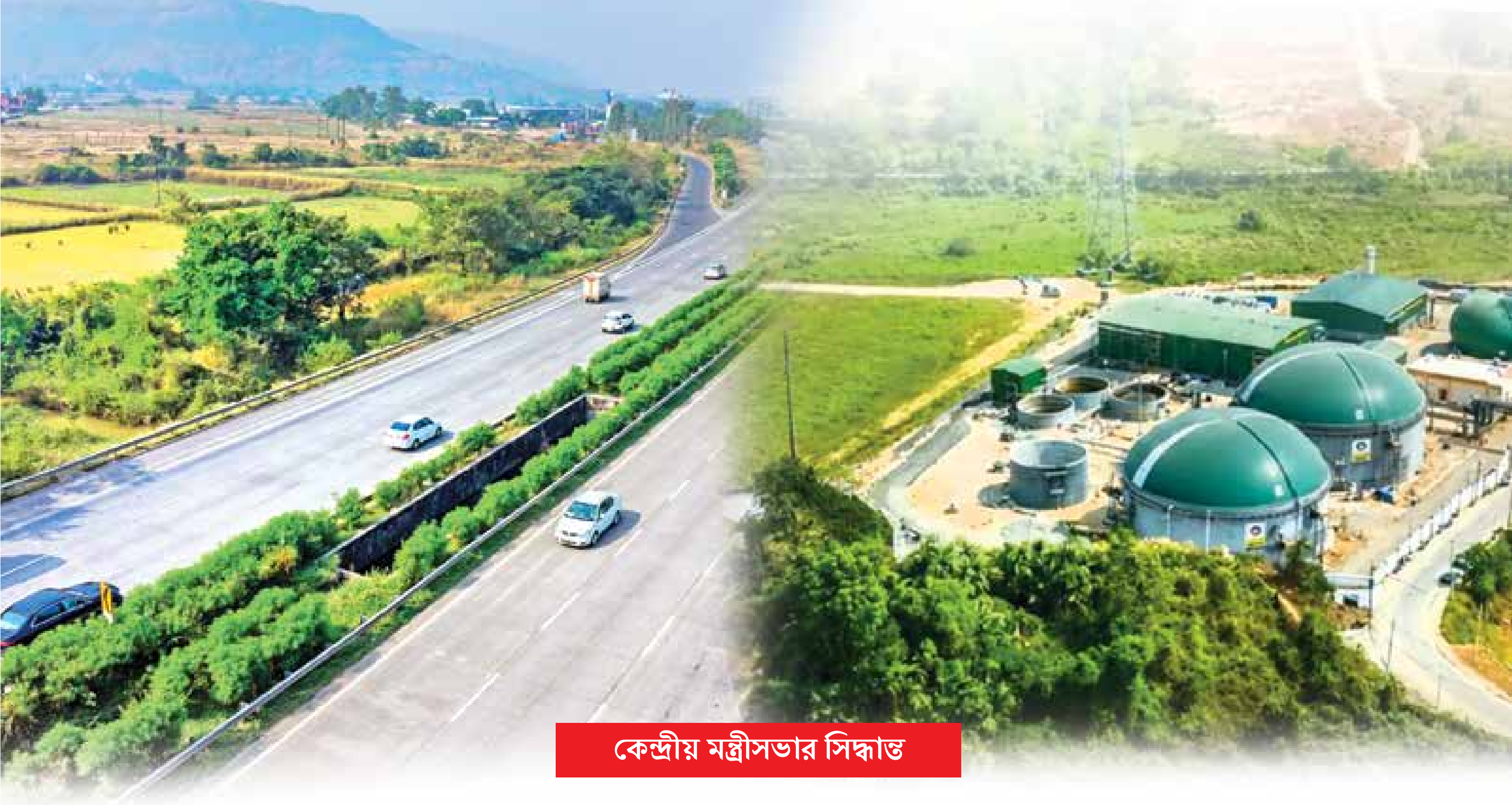

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত

গুয়াহাটি-তেজপুর মহাসড়ক এবং গোবর্ধন প্রকল্পের অনুমোদন

উত্তর-পূর্বে সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং দেশের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আসামে ১৩৫.৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ, চার-লেনের গুয়াহাটি-তেজপুর করিডর নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও, ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন বাড়াতে 'গোবর্ধন' প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই দুটি সিদ্ধান্ত শুধু উত্তর-পূর্বে সংযোগ ব্যবস্থাকেই ত্বরান্বিত করবে না বরং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করবে।

সিদ্ধান্তঃ ২৩,৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দসহ সংকুচিত বায়োগ্যাসের জন্য একটি জাতীয় সমন্বিত প্রকল্প 'গোবর্ধন' –এর অনুমোদন।

প্রভাবঃ দেশের জৈব সম্পদকে বিশুদ্ধ শক্তি, গ্রামীণ সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করার একটি ঐতিহাসিক জাতীয় প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩৫-৩৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।

- নিশ্চিত সংগ্রহ, স্থিতিশীল মূল্য, মূলধন সহায়তা এবং পাইপলাইন সংযোগের মাধ্যমে সংকুচিত বায়োগ্যাস উৎপাদন ত্বরান্বিত করার জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো।
- অভ্যন্তরীণ সংকুচিত বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ।
- কৃষক, গ্রামীণ উদ্যোক্তা, বেসরকারি বিনিয়োগ, 'বর্জ্য থেকে সম্পদ' উদ্যোগ এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' –এর জন্য একটি বড় প্রেরণা।

সিদ্ধান্তঃ মন্ত্রীসভা ১৫.১১ কিলোমিটার দীর্ঘ মঙ্গলদাই বাইপাস বাদে, জাতীয় মহাসড়ক-১৫ বরাবর বাইহাটা চারিয়াল (আসামের গুয়াহাটির কাছে) থেকে তেজপুর পর্যন্ত একটি ৪-লেনের মহাসড়ক নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে।

প্রভাবঃ এই প্রকল্পের ফলে গড় যাতায়াতের গতি প্রায় দ্বিগুণ হবে, যাতায়াতের সময় অর্ধেক হবে এবং সার্বিক নিরাপত্তা উন্নত হবে। এটা জ্বালানি খরচ এবং যানবাহন পরিচালনার ব্যয় কমাবে, পাশাপাশি আঞ্চলিক গতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে।

- এই প্রকল্পে তেজপুর বাইপাসের ওপর ১৫টি বড় সেতু, ৩০টি ছোট সেতু, ১৯টি ফ্লাইওভার এবং একটা হাতি আন্ডারপাস নির্মাণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- ৮,৯৭০.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৫.৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করা হবে।
- তেজপুর বাইপাসের ওপর ৪.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি জরুরি অবতরণ সুবিধা তৈরি করা হবে।
- এটা আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং লজিস্টিক কেন্দ্রগুলিকে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত করবে।

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলির ওপর সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

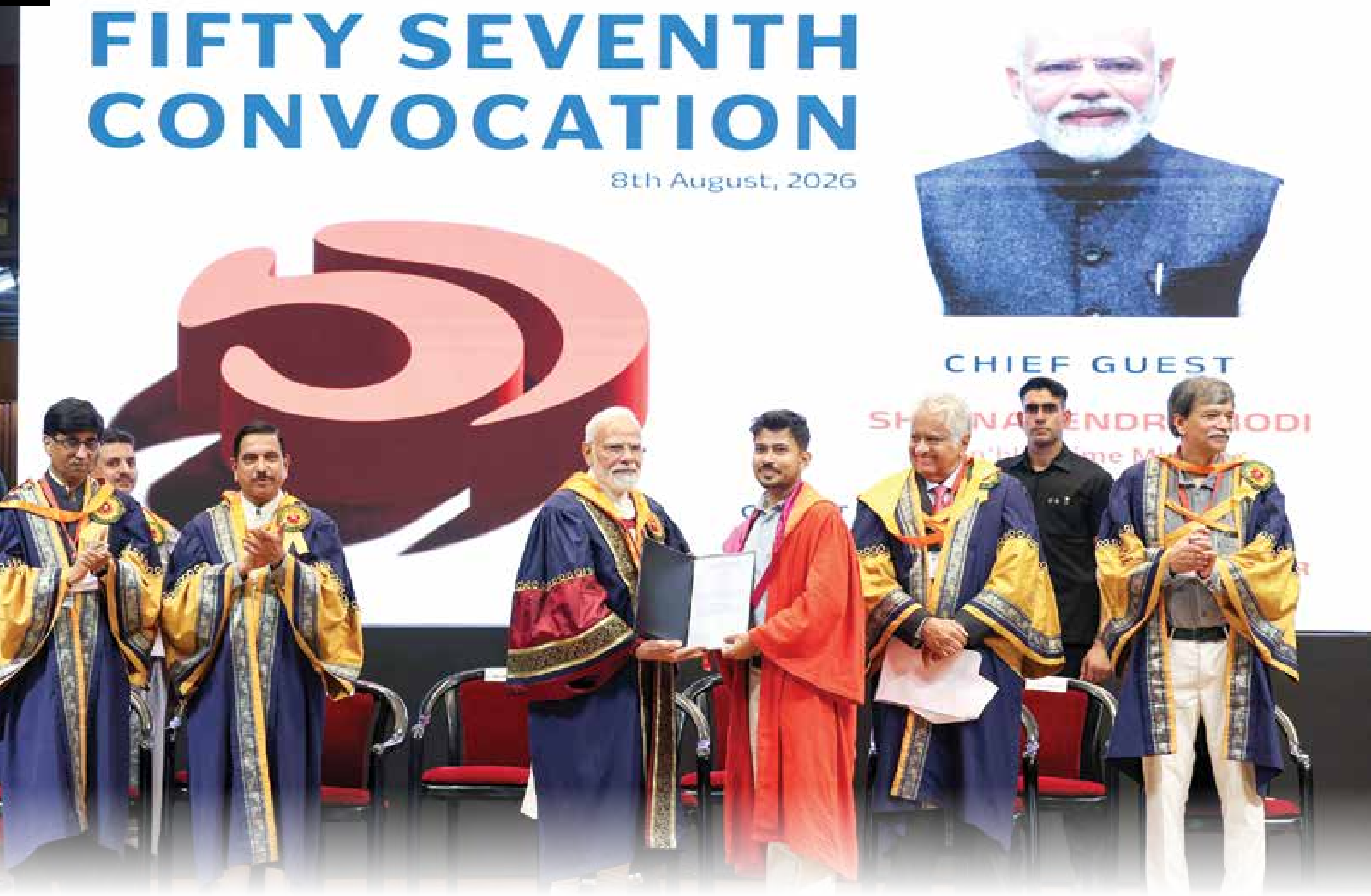

'যুবসমাজ'
তাঁদের স্বার্থে প্রতিটি সিদ্ধান্ত

আজ দেশ ও বিশ্ব যে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন, তাতে আমাদের সংকল্পও আরও দৃঢ় হয়েছে। আগামী ৩০-৩৫ বছর ধরে যুবকেরা যা কিছু করবে, সেটাই এক বিকশিত ভারতের দিকে যাত্রাপথকে রূপ দেবে। সেই কারণেই, আইআইটি দিল্লির সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে দেশের সম্ভাব্য কল্যাণকে নিশ্চিত করে। আজ ভারত অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং শিল্পক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সচেষ্ট; এই মজবুত ভিত্তির ওপরেই এক মহিমান্বিত ও উন্নত ভারত গড়ে তুলতে হবে।

উন্নত ভারতের পথে এই যাত্রায় যুবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, জাতির শক্তি তার যুবসমাজের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার এমন অনেক ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে যা আগে তরুণদের জন্য দুর্গম ছিল। সরকারের প্রগতিশীল নীতির কল্যাণে দেশজুড়ে যুবকদের জন্য নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হচ্ছে। আইআইটি দিল্লির ৫৭তম সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী মোদী মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ সম্মাননা তুলে দেন। তিনি আইআইটি দিল্লির সোনিপত ক্যাম্পাসে স্থাপিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত, উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সুপারকম্পিউটিং সুবিধা 'পরম প্রজ্ঞা'রও উদ্বোধন করেন। আশা করা হচ্ছে, এই সুবিধাটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স,

প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জীবনের কিছু বাস্তব শিক্ষা ভাগ করে নিলেন...

- ক্যাম্পাস জীবন এবং ক্যাম্পাসের বাইরের জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আইআইটি পরীক্ষার একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস থাকে কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় সবকিছুই 'সিলেবাসের বাইরে'।
- মনে করে দেখুন, ক্যাম্পাস জীবনের সমস্ত ধারণা পরিষ্কার ছিল এবং সবকিছু পূর্বনির্ধারিত ছিল। কিন্তু জীবনে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বা প্রশ্নপত্র থাকে না। অনেক সময়, আসল প্রশ্নটা কী, সেটাও কেউ বলে না; আপনাকে নিজেই প্রশ্নটি খুঁজে বের করতে হয়।
- প্রতিটি প্রজন্ম তার সময়ের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। প্রতিটি প্রজন্মের নিজস্ব জাতীয় দায়িত্বও থাকে। আমাদের দেশ পরাধীনতার যুগ দেখেছে, যখন সেই প্রজন্মের সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা।
- যখন আমরা বড় কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাত্রা শুরু করি, তখন আমরা একটি বড় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইঃ নিজেদেরকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করার প্রবণতা। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই তুলনার কোন শেষ নেই।
- মনে রাখবেন, জীবন কোন লিডারবোর্ড নয়; আপনার আসল প্রতিযোগিতা অন্যদের বিরুদ্ধে নয় বরং নিজের বিরুদ্ধে। গতকালের চেয়ে আরও ভালো হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন।
- আজ বিশ্বের কৌশলগত সমীকরণগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ক্ষমতার বৈশ্বিক ভারসাম্য প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। এর পিছনের চালিকাশক্তি হলো প্রযুক্তির গতি।

যারা শেখে, তারাই জয়ী হয়। যাদের নতুন চ্যালেঞ্জের নতুন সমাধান খুঁজে বার করার সাহস আছে··· সেই চ্যালেঞ্জগুলিই সুযোগে রূপান্তরিত হবে।

> **জীবনে আপনার কৌতূহল বজায় রাখুন; আপনার শেখার প্রবৃত্তিকে সজীব রাখুন। যে বিষয়গুলি বিনা চিন্তায় মেনে নেওয়া হয়, সেগুলিকে খুঁটিয়ে দেখুন। সেগুলিকে প্রশ্ন করুন। কিন্তু শুধু প্রশ্ন করেই থেমে থাকবেন না; সমাধান খুঁজে বের করার সাহসও রাখুন। এই মানসিকতাই আপনার জন্য একটি অনন্য পরিচয় তৈরি করবে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী,*
> *প্রধানমন্ত্রী*

অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং এবং আন্তঃবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা উল্লেখ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

আইআইটি দিল্লির সমাবর্তনে তাঁর পূর্ববর্তী ভার্চুয়াল ভাষণের কথা স্মরণ করে – যেখানে তিনি মহাকাশ ক্ষেত্রের সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন – প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, এই ক্ষেত্রটি একসময় প্রায় সম্পূর্ণভাবে সরকার পরিচালিত ছিল। কিন্তু আজ, সেই একই মহাকাশ ক্ষেত্র হাজার হাজার তরুণের জন্য নতুন সম্ভাবনার এক রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের যুবসমাজ এখন নিজেদের উৎক্ষেপণ যান তৈরি করছে এবং রকেট উৎক্ষেপণ করে এমন সব মাইলফলক অর্জন করছে, যা বিশ্বজুড়ে হাতেগোনা কয়েকটি দেশই কেবল ছুঁতে পেরেছে। ●

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচিটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

ইউপিআই পরিষেবা নিঃশুল্ক থাকবে...

ডিজিটাল পেমেন্টকে আরও শক্তিশালী ও স্বচ্ছ করতে ভারত সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ট্যাক্সেশন অ্যান্ড আদার লজ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পাশ হওয়ার ফলে, ইউপিআই-সংক্রান্ত চার্জের কাঠামো স্পষ্ট হয়েছে। সাধারণ গ্রাহক এবং ব্যক্তি –থেকে – ব্যক্তি (P2P) লেনদেনের জন্য ইউপিআই পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন স্পষ্ট করেছেন যে ডিজিটাল লেনদেনের ওপর মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (MDR) গ্রাহকদের জন্য নয় বরং ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযোজ্য। এমডিআর চার্জ ব্যাঙ্ক এবং ফিনটেক সংস্থাগুলিকে পরিকাঠামো এবং সুরক্ষায় আরও বেশি বিনিয়োগ করতে সহায়তা করবে...

সংসদ ‘ট্যাক্সেশন অ্যান্ড আদার লজ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পাশ করেছে। সংসদে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন স্পষ্ট করেছেন যে, এই আইনটি ইউপিআই-এর ওপর কোন কর আরোপ করেনা এবং এই ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে থাকবে। তিনি আরও বলেন যে, ইউপিআই সংক্রান্ত সংশোধনীটি শুধু একটি প্রয়োজনীয় বিধান এবং এটা নিজে থেকে ব্যবহারকারীদের ওপর কোন কর বা লেনদেন চার্জ আরোপ করেনা। সরকার স্পষ্ট করেছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর এমডিআর আরোপ করার কোন উদ্দেশ্য নেই, কারণ ইউপিআই-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য তারা অপরিহার্য।

ইউপিআই সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য...

- ২০১৬-১৭ সালে চালু হওয়ার পর থেকে, ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে বিশ্বের অন্যতম অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গতিশীল পেমেন্টস ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছে।
- ইউপিআই বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল পেমেন্টস ব্যবস্থা; শুধুমাত্র জুলাই ২০২৬-এ, ২৯.৯ লক্ষ কোটি টাকার ২,৩৬৬ কোটি লেনদেন রেকর্ড করা হয়েছে।
- ইউপিআই এখন ১২টি দেশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সেখানে গৃহীত হয়। সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউপিআই-কে ক্রমাগত উৎসাহিত করছে।

ভারত সরকার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে...

- **ব্যবহারকারীদের জন্য বিনামূল্যেঃ** অর্থ প্রদানকারী গ্রাহকদের লেনদেনের জন্য কোন ফি দিতে হবে না।
- **বিনামূল্যে P2P লেনদেনঃ** সব ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি লেনদেন বিনামূল্যে থাকবে।
- **ব্যবসায়ীদের জন্য নামমাত্র এমডিআরঃ** যদি এমডিআর (মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট) চার্জ প্রযোজ্য হয়, তবে তা একটি নামমাত্র হারে হবে – যা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের হারের চেয়ে উল্লেখ্যভাবে কম – এবং এটা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রমকারী সীমিত সংখ্যক মার্চেন্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ইউপিআই –এর মাধ্যমে বেশিরভাগ মার্চেন্ট লেনদেন বিনামূল্যে থাকবে। ছোট দোকানদার এবং কিরানা স্টোরগুলিকে ইউপিআই পেমেন্ট গ্রহণ করার জন্য এমডিআর দিতে হবে না।
- সংসদে ট্যাক্সেশন অ্যান্ড আদার লজ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পাশ হওয়ার পর – যা পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট, ২০০৭-এর ধারা ১০এ-তে একটি সংশোধনের প্রস্তাব করে – এনপিসিআই (NCPI)-এর সভাপতিত্বে “ইউপিআই অ্যান্ড সার্ভিস অপারেশনস কমিটি” এমডিআর (যদি প্রযোজ্য হয়) বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

উন্নত ভারতের স্বপ্ন
সুস্থ শরীর ও মানসিক স্বাস্থ্য

একটি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক তরুণ প্রজন্ম থাকা অপরিহার্য। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২ আগস্ট 'নেশা মুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান' চালু করেছেন...

> যদি কোন তরুণ-তরুণী অনিচ্ছাকৃতভাবে মাদকের শিকার হয়, তার মানে এই নয় যে তাদের জন্য সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে! পরিবারের কোন শিশু যদি আসক্তির শিকার হয়... তবে সামাজিক মর্যাদার আড়ালে তা লুকাবেন না। প্রয়োজনীয় সহায়তা নিন। চিকিৎসাগত সহায়তার মাধ্যমে আপনার সন্তানকে আসক্তি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করুন। আমাদের অবশ্যই পরিবারের শিশুদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার এক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে... যাতে তারা এমন পরিস্থিতিতে পড়ার আগেই আপনি তাদের হাত ধরে রাখতে পারেন।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

এই অভিযানটি শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা পরিবার, সমাজ এবং সমগ্র জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অভিযানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং দেশজুড়ে ২৮,০০০-এরও বেশি স্থান থেকে সংযুক্ত ১ কোটিরও বেশি যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জাতি যখন 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে, তখন দেশের যুবকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা অপরিহার্য।

যুবকদের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকা উচিত এবং মাদকাসক্তির মতো ধ্বংসাত্মক অভ্যাস থেকে দূরে থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন, "কাশী ঘোষণা'-র অধীনে, ১২৫টিরও বেশি আধ্যাত্মিক সংগঠন এবং অসংখ্য এনজিও-র সমর্থনে এই জনকল্যাণমূলক উদ্যোগটি এখন সফলভাবে একটি জাতীয় প্রকল্পে পরিণত হয়েছে।" এই অভিযানের উচ্চাভিলাষী ১০০-সপ্তাহব্যাপী কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আসন্ন ১০০টি রবিবার মাদকমুক্ত ভারতের পথে ১০০টি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হবে। দেশের ভবিষ্যৎ এবং নিজের জীবনের জন্য আসক্তি থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য।"

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণের মূল বিষয়গুলি...

- মাদকদ্রব্য থেকে পাওয়া ক্ষণস্থায়ী আনন্দ শেষ পর্যন্ত একজনের কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের ধ্বংস ডেকে আনে।
- কোন অবস্থাতেই মাদকাসক্তিকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়।
- আসক্তি কাটাতে সামাজিক সহায়তা, যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং আধুনিক পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- অসহায় শিশুদের এই ফাঁদে পড়া থেকে রক্ষা করতে পরিবারের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার সংস্কৃতি গড়ে তুলুন।
- শিক্ষাবিদদের উচিত নিয়মিত পাঠ্যক্রমে মাদকাসক্তির বিপদ সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা।
- যে তরুণ-তরুণীরা আসক্তি কাটিয়ে ওঠে, তারা দুর্বল নয়; তারা প্রকৃত যোদ্ধা।

কমনওয়েলথ গেমসের পদকজয়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আলাপচারিতা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণার মন্ত্র...

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ভারত মোট ৩৯টি পদক জিতেছে – যার মধ্যে রয়েছে ১৩টি স্বর্ণ, ৯টি ব্রোঞ্জ এবং ১৭টি রৌপ্য। ১০ আগস্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কমনওয়েলথ গেমসের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন এবং দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনার জন্য তাদের অভিনন্দন জানান। এই আলাপচারিতার সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় ক্রীড়া জগতের রূপান্তর, ক্রীড়াবিদদের কৃতিত্ব, তৃণমূল স্তরে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ এবং দেশে একটি ব্যাপক ক্রীড়া সংস্কৃতির উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ক্রীড়াবিদদের আপ্যায়ন : এক স্বাভাবিক পরম্পরা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রায় ১২ বছরের কার্যকাল জুড়ে তাঁর সরকারি বাসভবনে জাতীয় ক্রীড়াবিদদের আপ্যায়ন একটি নিয়মিত এবং লালিত ঐতিহ্য হয়ে রয়েছে। ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি মন্তব্য করেন যে, দেশের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনতে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের নিবেদিত প্রচেষ্টা এবং ধারাবাহিক সাফল্য স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার অনেক বেশি কার্যকর এক উৎস হিসেবে কাজ করে।

দেশের জায়গায় দেশের বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কার্গিল বিজয় দিবসে পাকিস্তানি প্রতিপক্ষকে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্রীড়াবিদদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ক্রীড়াবিদটি তাঁর এই বিজয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরদের উৎসর্গ করেন এবং বলেন যে, এই ধরণের অতুলনীয় জাতীয় গর্ব ক্রীড়া বিজয়ে এক অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য যোগ করে। তিনি একজন ক্রীড়াবিদের সঙ্গে একটি হালকা মুহূর্তও ভাগ করে নেন, যেখানে তিনি তাঁর সেনা কোচ নরেন্দ্র রানা এবং তাদের দুজনের নাম 'নরেন্দ্র' নিয়ে একটি মজার ঘটনা বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আপনি শুধু পদকের সংখ্যাই বাড়াননি; আপনি একটি প্রজন্মকে প্রস্তুত করেছেন।"

যারা খেলে তারাই বিকশিত হয়

ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, ক্রীড়া ব্যবস্থা একটি বিষয় কিন্তু দেশের ক্রীড়াবিদরা তখনই পদক জেতেন যখন দেশে একটি ক্রীড়া সংস্কৃতি তৈরি হয়। বন্ধুরা, আপনারা দারুণ কাজ করেছেন। আপনারা দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। বিশ্বাস করুন, আপনারা বিজয়ী হতেই থাকবেন, এবং আমাদের আবার এখানেই দেখা হবে।

যখন মীরাবাই চানুর চোখে জল ভরে উঠেছিল

পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে, জাতীয় সঙ্গীত শুনে, এবং তারপর আনন্দের অশ্রু ফেলে – স্বর্ণপদক বিজয়ী মীরাবাই চানু কমনওয়েলথ গেমসের সেই আবেগঘন মুহূর্তের গল্প বলেছেন, যখন তিনি নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি দেশের জন্য অপার গৌরব বয়ে এনেছেন। আপনার চোখের জল পড়তে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রতিটি ফোঁটা থেকে একটি করে স্বর্ণপদক ঝরে পড়ছে।"

আপনি কি মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন?

এক খেলোয়াড় একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে, যখন আমরা আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করতাম, আমি বলতাম, 'এটা তোমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই; তোমার এটা করা উচিত।' তখন আমাদের বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতো, 'তুমি কি মোদীর সঙ্গে দেখা করেছো ? আমরা তোমার কথা কেন শুনবো?' খেলোয়াড়টি উত্তর দিল, 'আমি আজ আপনার সঙ্গে দেখা করেছি, স্যার। এখন আমি তাদের বলতে পারবো, হ্যাঁ, আমি মোদীর সঙ্গে দেখা করেছি।' ●

৭, লোক কল্যাণ মার্গে আমাদের অসাধারণ কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ পদক বিজয়ীদের আতিথেয়তা করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি গেমস চলাকালীন তাদের অভিজ্ঞতা শুনেছি। তাঁরা সকলেই তাঁদের অসামান্য পারফরম্যান্স দিয়ে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। তাঁদের সাফল্য অনেক তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

পদক সংখ্যা

স্বর্ণ ১৩

রৌপ্য ১৭

ব্রোঞ্জ ৯

মোট ৩৯

ভারতের কমনওয়েলথ গেমস চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথোপকথনের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

ভারতীয় গণতন্ত্র ও সমাজের জন্য এক উত্তরাধিকার

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের আত্মজীবনী

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

যখন কোন ব্যক্তি উদার হৃদয়ের অধিকারী হন এবং ভারতীয় মূল্যবোধে প্রোথিত থাকেন, তখন তিনি সমাজের দোষ খুঁজে সময় নষ্ট করেন না; বরং তিনি এর ইতিবাচক দিকগুলির ওপর মনোযোগ দেন এবং সমাজকে তাঁর সাফল্যের সমান অংশীদার হিসেবে দেখেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ এই চেতনারই মূর্ত প্রতীক। সেই কারণেই, তাঁর আত্মজীবনীর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বইটিকে ভারতীয় গণতন্ত্র ও সমাজের জন্য এক উত্তরাধিকার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এক গ্রীষ্মে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাড়িতে আগুন লেগেছিল। তাঁর মা নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে বাড়ির জিনিসপত্র বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন; সেই চেষ্টাতেই তিনি আগুনের শিখায় আটকে পড়েন এবং প্রাণ হারান। অল্প বয়সে এভাবে মাকে হারানো নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। এমন ঘটনা ভেঙে দিতে পারতো যে কাউকেই, কিন্তু এই পরিস্থিতি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল। পাড়ার এক মা তাঁকে বড় হতে সাহায্য করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতির শক্তি উপলব্ধি করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের এই গল্পটি বলেন। তিনি দেশের নতুন প্রজন্মকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির জীবনযাত্রা তাঁর নিজের ভাষায় পড়তে এবং তাঁর লেখা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেছেন যে বইটির একটি অত্যন্ত উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া হয়েছে – "ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিজয়ঃ আমার জীবন, আমার সংগ্রাম।" এর অন্তর্নিহিত অনুভূতি হলো, যদিও তাঁর জীবন ও সংগ্রামগুলি ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু সেই সংগ্রামের ফলস্বরূপ যে বিজয় এসেছে, তা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আমি কোবিন্দজিকে অনেকদিন ধরে চিনি এবং তাঁকে কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর নির্দেশনা, সেই সঙ্গে আমার প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ও উষ্ণতা আমার জন্য এক বিরাট সম্পদ। তাঁর জীবনকে বুঝে এবং তাঁর সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে রাম নাথ কোবিন্দজির আত্মজীবনী ভারতীয় গণতন্ত্র ও সমাজের জন্য নিজেই একটি ঐতিহ্য হয়ে উঠবে।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানিয়ে বলেন... এটা 'রিলস' এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের যুগ, যারা প্রায়শই মানুষকে বিভিন্ন দিকে টেনে নিয়ে যায়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই শর্টকাটের যুগেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা মনে রাখতে হবেঃ ঠিক যেমন রেলস্টেশনে কিছু লোক অভ্যাসবশত ফুটব্রিজ ব্যবহার না করে রেললাইনে উঠে পড়ে – যেখানে সাইনবোর্ডে সতর্ক করা থাকে যে "শর্টকাট আপনাকে বিপদে ফেলবে" – তেমনি তরুণদেরও নিজেদের বেছে নেওয়া পথ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। তিনি তরুণদের তাদের পছন্দের ব্যক্তিত্বদের আত্মজীবনী পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, এই ধরণের বই সেই নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ওপর একটি অনন্য দৃষ্টিকোণ প্রদান করে।

X

PMO India
@PMOIndia

आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है... तो इसके लिए आवश्यक है... देश का युवा, तन से स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर हो: PM @narendramodi

Rajnath Singh
@rajnathsingh

भारत अब रक्षा उपकरणों का दुनिया के लिए निर्माता और निर्यातक बन रहा है। रक्षा उत्पादन और निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि, भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता, सामर्थ्य और वैश्विक पहचान का प्रमाण है।

Amit Shah
@AmitShah

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आज अलवर में ₹200 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की क्षमता से युक्त 'अलवर सरस डेयरी' के नवीन प्लांट का ई-शिलान्यास किया। साथ ही, ₹274 करोड़ की लागत से सरस डेयरी से सम्बंधित चार अन्य परियोजनाओं का ई-लोकार्पण भी किया।

आधुनिक तकनीक से युक्त इन संयंत्रों से उत्पादन प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और कम ऊर्जा की खपत वाली बनेगी। इससे क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का बेहतर दाम मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे व प्रदेश में 'सहकार से समृद्धि' का संकल्प और मजबूत होगा।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

📢 उत्तराखंड 🛣️

सीआरआईएफ के तहत उत्तराखंड में कुल 235.42 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कों के चौड़ीकरण और मज़बूती काम के लिए 297.37 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृती दी गई है।

#PragatiKaHighway #GatiShakti

Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj

आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं।

1. Manufacturing Power
2. कृषि और Food Processing
3. Technology और Innovation
4. Gati Shakti
5. रक्षा शक्ति
6. Green और Blue Economy
7. भारत का Soft Power

- आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

Arjun Ram Meghwal
@arjunrammeghwal

देश के नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा!

- आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग

- युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए विभिन्न परीक्षाओं की नि:शुल्क ऑनलाइन कोचिंग

#IndiaIndependenceDay

PUSHES FOR SELF-RELIANCE, ENERGY SECURITY, TECH PROWESS; BONANZA FOR YOUTH

PM offers 7-step plan for Viksit Bharat

Continued on Page 3

Land, business reforms key to next phase of India's growth: Economists

PM NARENDRA MODI IN HIS I-DAY SPEECH IDENTIFIED SEVEN STREAMS OF STRENGTH TO DRIVE INDIA'S NEXT ECONOMIC CHARGE

President calls youth valuable asset, bats for exam reforms

President, PM, Top BJP Leaders Pay Tributes to Vajpayee on his Death Anniv

PHOTO JUNCTION

NEW DELHI: President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and senior BJP leaders paid tributes to former prime minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary, emphasising his unparalleled role in India's progress. The leaders visited Vajpayee's memorial, 'Sadaiv Atal', located on the banks of the Yamuna in the national capital, to pay their floral tributes. Union home minister Amit Shah unveiled a statue of Vajpayee in the Chittorgarh district of Rajasthan. The Delhi government launched 25 new 'Atal Canteens' to provide hygienic, subsidised meals to low-income families. Vajpayee, the first BJP leader to become prime minister, was born on December 25, 1924, in Gwalior and died on August 16, 2018, in New Delhi. Modi described Vajpayee as an extraordinary statesman with remarkable vision who dedicated his life to serving the nation. "Remembering Atalji on his 'punya tithi'. An extraordinary statesman blessed with remarkable vision, he dedicated his life to the service of our nation," Modi said. He added that Vajpayee's words and efforts inspired generations and that his leadership significantly strengthened the country. "His focus on good governance and public welfare will always continue to guide us," he said. —PTI

"প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থস্থান সারনাথ"

এখন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৮তম অধিবেশনে, ভারতের "প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থস্থান সারনাথ" ২০২৫-২৬ বৃত্তের জন্য ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় ভারতের ৪৫তম স্থান হিসেবে এটা যুক্ত হলো। এই বৈশ্বিক সম্মান ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্থাপত্যের উৎকর্ষ, আঞ্চলিক পরিচয় এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার বৈচিত্র্যময় ধারাকে তুলে ধরে...

- এই তালিকায় ৪৫টি স্থান নিয়ে, বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের সংখ্যার দিক থেকে ভারত বিশ্বব্যাপী ষষ্ঠ এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

"

প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য এটা এক গর্বের মুহূর্ত! উত্তরপ্রদেশের সারনাথ ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সারনাথের এক গভীর সংযোগ রয়েছে, যাঁর প্রজ্ঞা, করুণা এবং সম্প্রীতির শাশ্বত বার্তা সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে। এই সম্মান ভারতের গভীর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে উদযাপন করে। এটা বিশ্বজুড়ে আরও বেশি মানুষকে সারনাথ দর্শন করতে এবং ভগবান বুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 SEPTEMBER 01-15, 2026

RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: August 20, 2026 Pages: 46)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003